লেবাননে মসজিদ গুড়িয়ে দিচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী

সারে-জমিন

পিচে জল মেশানোয় রাস্তার কাজ বন্ধ করলেন গ্রামবাসীরা

রূপসী বাংলা

মহিলা ভোট হতে পারে কমলার 'ট্রাম্প কার্ড'

সম্পাদকীয়

সামাজিক ন্যায়ের দাবি সংগঠিত করছে অনগ্রসর শ্রেণির মানুষদের

রবি-আসর

নিউজিল্যান্ড ভারতের থেকে এগিয়ে ১৪৩ রানে

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
৩ নভেম্বর, ২০২৪
১৮ কার্তিক ১৪৩১
৩০ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজিরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 296 ■ Daily APONZONE ■ 3 November 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

শীতের আবহ এমাসের শেষে, ডিসেম্বরে হাড় কাঁপানো শীত!

আপনজন ডেস্ক: আগামী এক সপ্তাহ গোটা সাউথ বেঙ্গল প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা। শুধু নর্থ বেঙ্গলে দু - এক জায়গায় খুব হালকা ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। শনিবার আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা সোমনাথ দত্ত এই খবর জানান । তিনি বলেন,এই মুহূর্তে কোথাও কোনো সিস্টেম নেই। নিচের স্তরে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গে নর্থ ওয়েস্ট আর্লি হাওয়া প্রবেশ করছে। তার ফলে প্রধানত আবহাওয়া শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা। শীতের আগমন শুরু হয়ে গেছে নর্থ ইস্ট্রলি উইন্ড আমাদের রাজ্যে প্রবেশ করছে ধীরে ধীরে। তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা আছে। এই মুহূর্তে দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিক থেকে বেশি আছে। ধীরে ধীরে সেটা কমার সম্ভাবনা রয়েছে। নভেম্বর মাসের শেষের দিক থেকে ঠান্ডা অনুভব করতে পারব। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের এই বছরের প্রেডিকশন রয়েছে বিগত বছর থেকে ঠান্ডার পরিমাণটা বেশি থাকবে। ডিসেম্বরে হাড় কাঁপানো শীত অনুভূত হতে পারে কলকাতায়।

চূড়ান্ত খসড়া এনআরসি প্রকাশের দাবি অসমের সিএএ বিরোধী কমিটির

আপনজন ডেস্ক: অসমের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধী সমন্বয় কমিটি আসামে জাতীয় নাগরিক নিবন্ধকের (এনআরসি) চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশের দাবিতে ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেলের (আরজিআই) কাছে আবেদন করেছে। চিঠিতে কমিটি জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ও নজরদারিতে ১৯৫১ সালের এনআরসি আপডেট হওয়ার পর ২০১৯ সালের ৩১ অগাস্ট চূড়ান্ত খসড়া আরজিআইয়ের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল।

চিঠিতে অসমের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধী সমন্বয় কমিটি বলেছে, 'কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত খসড়াটি প্রকাশিত হয়নি এবং প্রত্যাখ্যান স্লিপ জারি করা হয়নি (যাদের বাদ দেওয়া হয়েছে)। কারণ রাজ্য সরকার সহ কয়েকটি সংস্থা কিছু ক্ষেত্রে পুনর্যাচাইয়ের জন্য প্রার্থনা করেছিল, যা সুপ্রিম কোর্ট প্রত্যাখ্যান করেছে। ' আপডেটেড এনআরসি হিমঘরে রাখার কোনও কারণ নেই বলে উল্লেখ করে কমিটি আরজিআইকে আর দেরি না করে এটি প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করেছে। কমিটি আরজিআইকে লেখা চিঠিতে আরও বলেছে, আমরা আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে রাজনৈতিকভাবে এর বিরোধিতা

করার জন্য উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিরা বাদে জনসংখ্যার সমস্ত অংশের দ্বারা এটি প্রশংসিত হবে।

ভারতের প্রধান বিচারপতিকে লেখা আরেকটি চিঠিতে, কমিটি ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের ৬(এ) ধারা বহাল রেখে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের জন্য আসামের জনগণের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। আদালত আসামের আদিবাসীদের ন্যায়সঙ্গত দাবির নিষ্পত্তি করেছে বলে উল্লেখ করে কমিটি বলেছে, দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা জনবিরোধ যা শান্তি ও প্রশান্তি বিঘ্নিত করে তা সমাধানে এটি দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবে। কমিটি অবশ্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেছে, এনআরসির চূড়ান্ত খসড়া আরজিআইয়ের কাছে জমা দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়নে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। নাগরিকত্ব আইনের ৬এ ধারা বহাল রেখে সুপ্রিম কোর্ট অভিবাসীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য ১৯৭১ সালের কাট-অফ তারিখকে বৈধতা দিয়েছে। ১৯৭১ সালের কাট-অফ তারিখটি ১৯৮৫ সালের আসাম চুক্তির সাথে যুক্ত, যা ছয় বছরের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী আসাম আন্দোলনের শেষে রাজীব গান্ধী সরকার এবং অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়নের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তিতে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর আসামে প্রবেশ করা অবৈধ অভিবাসীদের চিহ্নিত করে বহিষ্কার করতে হবে। এনআরসি আপডেট প্রক্রিয়া শেষ করতে প্রায় ছয় বছর সময় লেগেছিল, যার জন্য ১,৬০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল। ৩.৩ কোটি আবেদনকারীর মধ্যে ১৯.০৬ লক্ষেরও বেশি এনআরসি বাস মিস করেছেন। ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে তাদের বাদ দেওয়ার বিষয়টি চ্যালেঞ্জ করার প্রক্রিয়া এখনও শুরু হয়নি।

কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষণ নীতি মানছে না কেন্দ্র: খাড়গে

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে শনিবার অভিযোগ করেছেন যে নরেন্দ্র মোদী সরকার কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংরক্ষণ মেনে শূন্যপদ পূরণ হচ্ছে না। তথ্যের অধিকার আইনে আবেদনের উত্তরে জানা গিয়েছে, ৪৬টি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদিত ১৮,৯৪০টি শিক্ষক পদের মধ্যে ২৭ শতাংশ খালি রয়েছে। তিনি বলেন, যারা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সংরক্ষণের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে, তারা অন্যদের জনকল্যাণের পাঠ শেখাচ্ছে। আরটিআই তথ্য তুলে ধরে জানান, এসসি, এসটি, ওবিসি সংরক্ষিত পদগুলির ৩৮ শতাংশেরও বেশি খালি রয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ৩২.১ শতাংশ, এসটি ৪০.৩ শতাংশ এবং ওবিসি ৪১.৮ শতাংশ শূন্য রয়েছে। তাঁর দাবি, অধ্যাপক বিভাগে ৫৫ শতাংশ পদ খালি রয়েছে এবং ৭১ শতাংশ ইডব্লুএস শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। ৩৫,৬৪০টি নন-টিচিং পদের ৪৭ শতাংশের বেশি পদও খালি রয়েছে। তাই মোদি সরকারের 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' স্লোগান সামাজিক ন্যায়ের লড়াইকে উপহাস করছে।

মাত্র ১৩ দিনে ৩.৬৬ কোটি ওয়াকফ বিল বিরোধী মেইল করেছে মুসলিমরা: ল' বোর্ড

আপনজন ডেস্ক: অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড (এআইএমপিবি) শনিবার বলেছে মুসলিমরা যদি বিলে সংশোধনী না চায় তবে এটি বাতিল করা উচিত, নতুন সংশোধনী বিলটিকে দুর্বল করবে। বেঙ্গালুরুতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এআইএমপিবি-র সাধারণ সম্পাদক মৌলানা মহম্মদ ফজলুর রহিম মুজাদ্দিদি শনিবার বলেন, মাত্র ১৩ দিনে তিন কোটি ৬৬ লক্ষেরও বেশি মুসলিম ই-মেলের মাধ্যমে ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করেছেন। এ বিষয়ে ফজলুর রহিম মুজাদ্দিদি বলেন, মুসলিমরা যখন এই বিল চায় না, তখন সরকারের উচিত তা বাতিল করে দেওয়া। তিনি আরও বলেন, যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) এই বিষয়ে জনগণের মতামত চেয়েছে। এর আগে ওয়াকফ বোর্ডের জন্য আনা সমস্ত সংশোধনীর লক্ষ্য ছিল এটিকে শক্তিশালী করা। আমরা জানি যে বর্তমান বিলটি পরিবর্তে ওয়াকফ বোর্ডকে দুর্বল করবে বলে মুজাদ্দিদি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, এই কারণেই অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড এই সংশোধনীগুলি গ্রহণ করছে না, তারা আরও যোগ করে যে কীভাবে আইনিভাবে বিষয়টি মোকাবেলা করা যায় সে বিষয়টিও তারা সিদ্ধান্ত নেবে। তিনি বলেন, আমরা এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি এবং

মুসলমানরা কী চায় সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। আগামী ২৩-২৪ নভেম্বর বেঙ্গালুরুতে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের ২৯তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ওয়াকফ বোর্ড সংশোধনী বিল নিয়ে আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে, শনিবার কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ওয়াকফ জমি সংক্রান্ত বিষয়ে কৃষকদের পাঠানো সমস্ত নোটিশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করার জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। রাজস্ব বিভাগ, সংখ্যালঘু কল্যাণ বিভাগ এবং ওয়াকফ বোর্ডের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পরে মুখ্যমন্ত্রী এই নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, আগাম নোটিশ বা আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া ভূমি রেকর্ডে (পাহানি) অননুমোদিত পরিবর্তন অবিলম্বে বাতিল করা উচিত। উল্লেখ্য, বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পালের নেতৃত্বে ওয়াকফ সংশোধনী বিল, ২০২৪-এর যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) নয়টিরও বেশি রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড এবং বিলের সাথে সংশ্লিষ্ট একাধিক প্রতিনিধির সাথে দেখা করতে পাঁচটি রাজ্যে ছয় দিনের সফরে যাবে। প্রস্তাবিত সফরটি ৯ নভেম্বর গুয়াহাটি সফর দিয়ে শুরু হবে এবং ১৪ নভেম্বর লখনউতে শেষ হবে। এই দুই শহর ছাড়াও কমিটি ভুবনেশ্বর, কলকাতা এবং পাটনা সফর করবে। শুধু রাজ্য পরিষদগুলিই নয়, রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক এবং আইন ও বিচার মন্ত্রকের সদস্যদের সঙ্গেও বৈঠক হবে। গুয়াহাটির বৈঠকে শুধু অসমের প্রতিনিধিরাই নয়, পার্শ্ববর্তী রাজ্য মণিপুর, ত্রিপুরা ও মেঘালয় থেকেও প্রতিনিধিরা কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেবেন।

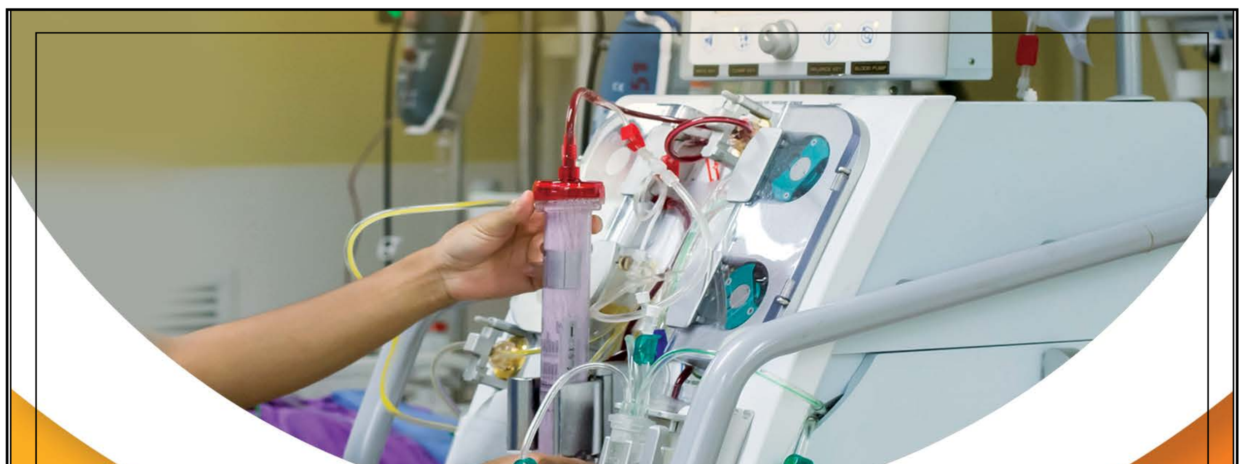

আগে চাকরি পরে ডিগ্রী

100% JOB PLACEMENT

ভর্তি চলছে

মেয়াদ
২ বছর
৩ মাস অনলাইন
+
২১ মাস হসপিটাল

ডিপ্লোমা ইন ডায়ালিসিস টেকনলোজি (DDT)

CHECKMATE CAREER DESIGNING FUTURE + enpidia Dialysis Training Academy = Powered by nephroplus dialysis made easy

৪র্থ মাস থেকেই আয়ের সুবিধা

কোর্স ফি: 65,000/-

ভর্তির জন্য অনুমোদিত প্রতিনিধি

CHECKMATE CAREER DESIGNING FUTURE
PARK CIRCUS | KOLKATA

Contact :
81000 57613 / 98042 81628

নূরে আলম মিশন স্কুল

পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিষ্ঠান

নূরে আলম চাইল্ড মিশন

নার্সারি (৩⁺ বয়স) থেকে স্ট্যান্ডার্ড-IV(৯⁺ বয়স) শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিষ্ঠান

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে

একটি আদর্শ আধুনিক বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম অনাবাসিক, ডে-বোর্ডিং ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ডে-বোর্ডিং ■ শিশু পার্ক ■ প্লেরুম
■ নিজস্ব প্রশস্ত খেলার মাঠ ■ স্মার্ট টিভি
■ সিসিটিভি ■ অডিও ভিস্যুয়াল সিস্টেম
■ যাতায়াতের জন্য গাড়ির সুবিধা
■ অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষিকা আরবি ও ইসলামি স্টাডিজ ■ সরকারি সুযোগ সুবিধা
■ বাংলার শিক্ষা বোর্ডসহ এনসিআরটি সিলেবাস

9732924746, 8927432766

হাদিপুর রোড, বেড়াচাঁপা, দেগঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা

প্রথম নজর

ভ্যান চড়ানোর লোভ দেখিয়ে শৌচাগারে ধর্ষণের চেষ্টা

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: ভ্যান চড়ানোর লোভ দেখিয়ে খেলার মাঠ থেকে তুলে নিয়ে ফাঁকা ভাঙা শৌচাগারের মধ্যে নাবালিকা ধর্ষণের চেষ্টা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় দূপুরে কয়েকজন পুকুরে স্নান করার সময় ফাঁকা এলাকায় দীর্ঘদিন পড়ে থাকা ভাঙা শৌচাগারের ভিতর থেকে এক নাবালিকার চিৎকারের শব্দ তারা শুনতে পায় দৌড়ে যায় ধরে ফেলে অভিযুক্তকে। নাবালিকা সমস্ত ঘটনার কথা তাদের জানায় অভিযুক্তের বাড়ি মগরাহাট থানার কলস এলাকায় ওখান থেকে নাবালিকাকে ভ্যানে করে তুলে নিয়ে আসে। পরে নাবালিকার কাছ থেকে বাড়ির ঠিকানা জেনে খবর দিলে নাবালিকার বাড়ির লোকজন আসে। স্থানীয় লোকজন খবর দেয় মগরাহাট থানায়, খবর পেয়ে মগরাহাট থানার পুলিশ এসে অভিযুক্ত জাকারিয়া বৈদ্যকে মগরাহাট থানায় নিয়ে যায়। নাবালিকার বাবার অভিযোগ, তার মেয়ে এবং তার ভায়ের মেয়েদের সঙ্গে বাড়ির পাশে খেলা করছিলো তাদের সকলের ভ্যান চড়ানোর নাম করে ভ্যানে তুলে কিছু টা দূরে গিয়ে কয়েকজন নামিয়ে দেয় আমার মেয়েকে বলে তুই আমার সঙ্গে চল একজনের কাছ থেকে টাকা পাই নিয়ে চলে আসবো এই বলে পাশের গ্রাম নড়িয়া এলাকার ফাঁকা জায়গায় তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টা করে সেই সঙ্গে গলা চেপে ধরে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। মেয়ে ভয়ে চিৎকার করলে এলাকার বাসিন্দারা মেয়েকে উদ্ধার করে।

সন্ধান চাই পোস্টার বিধায়কের বিরুদ্ধে, অনুগামীদের বিক্ষোভ

এহসানুল হক ● হাসনাবাদ

আপনজন: আবার পোস্টার তৃণমূলের বিধায়কের বিরুদ্ধে,নিচে লেখা ' তৃণমূল সম্মান রক্ষা কমিটি '। বসিরহাট উত্তর বিধানসভার বিধায়ক রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়লো তার বিধানসভার মুরারিশাহা চৌমাথা সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় , এমনকি তার অফিসের সামনে এবং তার বাড়ির আশেপাশেও পড়েছে এই পোস্টার । যে এলাকায় এই পোস্টার পড়েছে সেই হাসনাবাদ তৃণমূলের ব্লক সভাপতি-এসস্কেন্দার গাজী বলেন- এটা বিরোধী দের চক্রান্ত , রফিকুল ইসলাম যেহেতু আগে সিপিএম দলে ছিল তাই সিপিএমের পক্ষ থেকে এই পোস্টার মেরেছে বলেই আমরা মনে করছি , এই পোস্টার এর সাথে তৃণমূল দলের কোন যোগ নেই। পাশাপাশি তিনি এটাও স্বীকার করেন যে বিধায়ক রফিকুল ইসলামকে এলাকায় দেখা যায় না , তিনি খুব কম থাকেন, সেই বিষয়ে এলাকার তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের একটা ক্ষোভ আছে । তিনি এও বলেন যে গত ৩০ শে অক্টোবর তৃণমূলের একটি বিজয়া সম্মেলনে অনুষ্ঠান হয়েছিল বিধায়কের বাড়ির পাশেই। কিন্তু বিধায়ক সেখানেও উপস্থিত ছিলেন না। ঘটনার কয়েক ঘন্টা যেতে না যেতেই বিধায়কের অনুগামীরা শনিবার বিকেল চারটে নাগাদ মুরারিসাহা চৌমাথা এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তারা।
বিক্ষোভকারীদের দাবি বিধায়ক রফিকুল ইসলামকে বদনাম করার জন্য যারা পোস্টার মেরেছে তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। এই দাবি জানিয়ে বসিরহাট মালঞ্চ রোডের মুরারিশাহ চৌমাথা সংলগ্ন এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিধায়কের অনুগামীরা। এদিন বিধায়ক রফিকুল ইসলাম সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, সন্দেশখালি এবং হাড়োয়ায় যেভাবে বিধায়কদের হেনস্থা করা হচ্ছে তার পাশাপাশি আমিও চক্রান্তের শিকার। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, আমার বিরুদ্ধে যারা পোস্টার মেরেছে, তারা দুষ্কৃতী তারা দলের লোক নয়। কিছু দুর্বৃত্তরা আমাকে চক্রান্ত করে বদনাম করার চেষ্টা করছে। আমি এখনো দলকে জানাইনি জানাবো। এই কাজ যারা করেছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে পুলিশকে। আজকে যারা বিক্ষোভ দেখিয়েছে তারা আমার অনুগামী নয় তারা তৃণমূলের কর্মী।
বিধায়কের অপমানিত দেখেই কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে রাস্তায়। এই বিষয়ে সিপিএমের প্রাক্তন হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং প্রাক্তন জেলা কমিটির সদস্য সুবিদ আলী গাজী বলেন,এটা তৃণমূলেয়র অন্তদ্বন্দ্ব । সামনে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচন , রফিকুল ইসলাম যাতে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রার্থী না হতে পারে তার জন্য এই ক্ষোভ তৃণমূলের ভেতরেই । সিপিএম পার্টি এরকম রাজনীতি করে না । সরাসরি মোকাবেলা করার ক্ষমতা রাখে । এদিন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি সালাউদ্দিন ঘরামি বলেন, বিধায়ক রফিকুল ইসলামকে এলাকায় আমরা দেখতে পাই না, বিদায় হওয়ার পরে তিনি কোন কাজ করেননি। পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের ভিতরে দুটো তিনটে লবি রয়েছে। বিধায়ককে চাপার জন্য এইরকম পোস্টার মেরেছে বলে আমরা মনে করি। এটা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী

পিচে জল মেশানোয় রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিলেন গ্রামবাসীরা

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার পিচ রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে,আর সেই পিচ রাস্তার উপরে পিচের কাজের আগেই রাতের অন্ধকারে পিচের ড্রামে জল মেশানোর অভিযোগ এজেন্সির বিরুদ্ধে ঘটনায় আটক তিন জন শ্রমিক।
ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল ব্লকের মধুরকুল অঞ্চলের সুলতানপুর এলাকায়, প্রায় সাড়ে সাত কিলোমিটার পিচ রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে আর সেই কাজ শুরু মধ্যেই দুর্নীতির অভিযোগ উঠলো রাস্তার কাজের এজেন্সির বিরুদ্ধে ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় ওই এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাত্রিতে,ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে যায় ডোমকল থানার পুলিশ,পুলিশ পৌঁছিয়ে তিন জনকে আটক করেন পুলিশ,পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। যদিও স্থানীয় কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য উরফান মন্ডল বলেন জনগণের জন্য রাস্তা আর সেই রাস্তার কাজে কোনো দুর্নীতি মানা হবে না সঠিক নিয়মে রাস্তার কাজ করতে হবে,কাজ সঠিক না করলে কাজ বন্ধ থাকবে।
একই ভাবে এলাকার মহিলারাও বলেন কেনো রাস্তার কাজের পিচের ড্রামে রাতের অন্ধকারে জল মেশাবে কেনো,যদি জল মেশানোর নিয়ম থাকে সেটা দিনের বেলায় করবে। স্থানীয় লাল্টু মন্ডল বলেন রাত্রিতে আমার পুকুরের মাছ দেখতে বেরিয়েছিলাম তখনই দেখি কয়েক জোন ব্যাক্তি কথা বলছে সেই দেখে কাছে যেতেই দেখি যে পিচের ড্রামে জলের পাইব দিয়ে জল ঢালছে,সেই দেখে চিৎকার চেঁচামেচি করতেই গ্রামের মানুষ জমে যায় খবর দেওয়া হয় থানায় পুলিশ এসে তিন জনকে আটক করে নিয়ে যায়। যদিও লাল্টু মণ্ডলের দাবি রাতের অন্ধকারে কেনো জল মেশাবে যদি সত্যি নিয়মে থাকে তাহলে দিনের বেলায় কাজ করার সময় মেশাবে। বেশি মুনাফার জন্য নিম্নমানের কাজ করার চেষ্টা করেছে এজেন্সি। ঘটনায় রাস্তার এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ঘটনায় সঠিক রাস্তার দাবি জাননা গ্রামবাসীরা।

জাতীয় সড়কে ৩০ ফুট নীচে ছিটকে পড়লেন ট্রাকচালক

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: জাতীয় সড়কে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা দুর্ঘটনা সাধারণ মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। বর্ধমানের শক্তিগড়ের কাছে একটি ফ্লাই ওভারের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময়, কলকাতা থেকে বর্ধমানগামী একটি ট্রেলার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গার্ডওয়াল ভেঙে কলকাতার মুখে ফ্লাইওভারের নিচে ঝুলে পড়ে। দুর্ঘটনার জেরে চালক কেবিন থেকে ৩০ ফুট নিচে ছিটকে পড়েন। ঘটনার পরপরই শক্তিগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে চালককে দ্রুত অনাময় হাসপাতালে নিয়ে আসে।
তবে চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনায় জাতীয় সড়কে যানজটের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তবে পুলিশ দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, চালকদের পর্যাপ্ত বিশ্রামের অভাব, অতিরিক্ত ধকল, ও বিভিন্ন কারণে এমন দুর্ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মাছ ধরতে গিয়ে জলে তলিয়ে গেলেন এক মৎস্যজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের পদ্মানদীতে মাছ ধরতে গিয়ে জলে তলিয়ে গেলো এক মৎস্যজীবী। শনিবার সকালে ঘটনায় রঘুনাথগঞ্জের মিঠিপুর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ জানিয়েছে নিখোঁজ মৎস্যজীবীর নাম পাণ্ডব হালদার(৩২)। তাঁর বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার মিঠিপুর ষষ্ঠীতলা গ্রামে। এদিন সকালে ওই মৎস্যজীবী খেজুরতলা ঘাট এলাকায় ডিঙি নিয়ে মাছ ধরছিলেন। সকাল আটটা নাগাদ আচমকাই ডিঙি উল্টে গিয়ে নদীর জলে তলিয়ে যান। স্থানীয় লোকজন পুলিশ'কে খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ। স্থানীয় ডুবুরি নামিয়ে নিখোঁজের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

গ্রামীণ সবজি হাটের উদ্বোধন ঝাড়খণ্ড সীমান্তের গ্রামে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: "উচ্ছে, বেগুন, পটল, মুলো- বেতের বোনা ধামা কুলো"- হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই হাট কবিতার অংশবিশেষ। যা আজ বাস্তবে চোখে দেখলো রাজনগর ব্লকের ভবানীপুর পঞ্চায়েতের ঝাড়খন্ড সীমান্তবর্তী কানমোড়া গ্রাম এলাকার মানুষজন।
ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী রাজনগর ব্লকের উত্তর প্রান্তে ঝাড়খন্ড সীমান্ত ঘেষা কানমোড়া গ্রাম। সেখানে শনিবার উদ্বোধন হয় গ্রামীণ সবজি হাটের। যাহা সিউড়ি থেকে ঝাড়খণ্ডের বিলকান্দি, বাঁশকুলি ভায়া কানমোরা যাওয়ার পাকা রাস্তার ধারে বিভিন্ন ধরনের সবজি, কাপড়,মসলাপাতি ইত্যাদির সম্ভার নিয়ে নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে উঠলো কানমোড়া গ্রামীন হাট। জানা যায় এতদিন স্থানীয় মানুষজন হাট বলতে ৮ কিমি দূরবর্তী ঝাড়খণ্ডের রানীশ্বর ব্লকের মহিষবাথান, পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বে ভবানীপুর এবং ১৩ কিলোমিটার দূরবর্তী রাজনগর হাট

ছিল একমাত্র সবজি হাট। সেই অসুবিধার কথা মাথায় রেখে কানমোড়া গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে গ্রামীণ হাট বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং আজ তার শুভ সূচনা হয়। যদিও এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট স্থান এবং সেড না থাকায় পাকা রাস্তার ধারে দোকান বসেছে। আগামী দিনে পঞ্চায়েত সহ ব্লক ও জেলা স্তরে হাটের জন্য নির্দিষ্ট স্থান এবং সেড তৈরির আবেদন করা হবে বলে হাট কমিটির সদস্যদের বক্তব্য। এই হাট শুরু হওয়ার ফলে ভবানীপুর অঞ্চল এলাকার বেশ কিছু গ্রাম সহ সীমান্ত ঘেষা ঝাড়খণ্ডেরও বহু গ্রামের মানুষজন উপকৃত হবে পাশাপাশি স্থানীয় চাষীরা ও তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রির একটা বাজার পেয়ে যাচ্ছে হাতের নাগালে।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চন্ডিপুর মোড় ❑ বিরলাপুর রোড ❑ বজবজ ❑ দঃ ২৪ পরগণা কলকাতা - ৭০০১৩৭
সাফল্যের দ্বিতীয় বছর
BUDGE BUDGE INSTITUTE OF NURSING
EMPOWERING COMPASSIONATE MALE NURSES
A Project of Amanat Foundation
আর ভিন রাজ্যে নয়!
ছেলেদের নার্সিং স্কুল
এখন
কলকাতার
বজবজে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে
❑ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
❑ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
❑ ৩০০ বেড সমৃদ্ধ ইউনিপন হাসপাতাল, আরতি হাসপাতাল ও আশ শিফা হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
❑ উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।
অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ
স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে
ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card
যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
https://bbinursing.com
ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
এবং ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন
❖ মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান ❖ ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান ❖ ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

প্রথম নজর

সৌদিতে নিলামে মর্যাদাপূর্ণ ৪ বাজপাখি বিক্রি হল ৬২ লাখ টাকায়

আপনজন ডেস্ক: সৌদি ফ্যালকন ক্লাবের ২০২৪ সালের নিলামের ত্রয়োদশ রাত্রিতে চারটি মর্যাদাপূর্ণ বাজপাখি মোট দুই লাখ ৭৭ হাজার রিয়াল মূল্যে বিক্রি করা হয়েছে। ভারতয়ি মুদ্রায় যা প্রায় ৬২ লাখ টাকা। নিলামটি রিয়াদের উত্তরে মালহামে ক্লাবের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। সৌদি প্রেস এজেন্সির বরাত দিয়ে আরব নিউজ শনিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সেই রাতে সর্বোচ্চ দাম হাঁকা হয়েছিল ‘ত্রাহ আমলাজ আল-হাসি’ নামে পরিচিত একটি শাহীন প্রজাতির ছানার, যা বাজপাখি পালনকারীরা ইউনিস ও আবদুর রহমান আল-জাহনির মালিকানাধীন ছিল। পাখিটি ৭৯ হাজার রিয়ালে বিক্রি করা হয়। এর পরই ছিল ‘ত্রাহ ফারাসান’ নামের আরেকটি শাহীন ছানা, যার মালিক আলী সুহাইল ও আহমাদ আল-আকিলি। সেই পাখিটি বিক্রি করা হয় ৭৭ হাজার রিয়ালে।
বাজপাখি পালনকারীরা নাদির, সাউদ ও ফাহাদ আল-ওতাইবির মালিকানাধীন তৃতীয় শাহীন ‘ত্রাহ ঝুলম’ ৭১ হাজার রিয়ালে এবং জাজান অঞ্চলের ‘ত্রাহ আল-সাওয়ারিমা’ ছানা বিক্রি করা হয় ৫০ হাজার রিয়ালে।
১৫ নভেম্বর পর্যন্ত এই নিলাম চলবে। সৌদি আরবের বাজপাখি পালকদের জন্য ক্লাবটির ব্যাপক সহায়তাস্বরূপ একটি আয়োজন এটি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিলামে আসা দলগুলোর জন্য আবাসন ও পরিবহন সুবিধার ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে।
এ ছাড়া নিলামে প্রতিটি বাজপাখির বিক্রি টেলিভিশন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। এতে দেশজুড়ে বাজপাখিপ্রেমীদের এই ঐতিহাসিক লেনদেনগুলোতে অংশগ্রহণ ও প্রতিযোগিতামূলক দর হাঁকানোর উত্তেজনা উপভোগ করার সুযোগ পায়।

ইসরাইলি বর্বরতার বিরুদ্ধে মাদ্রিদের রেল স্টেশনে যুবকের ব্যতিক্রমী প্রতিবাদ

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলি বর্বরতার বিরুদ্ধে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের রেল স্টেশনে এক যুবক ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিবাদ করেছে, যা নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। মাদ্রিদে ব্যস্ততম রেল স্টেশনে ওই যুবকের প্রতিবাদী ছবি এটি। জায়ানিস্ট গণহত্যাকারী ইসরায়েলের বিরুদ্ধে এই যুবক সাহসী প্রতিবাদ করলে নেট দুনিয়ায় ছবিটি ভাইরাল হয়ে যায় মুহূর্তেই। শিশু হত্যাকারী হিসেবে ইসরাইলকে চিহ্নিত করে একটি প্রতীকী পুতুলকে রক্ত লাল রংয়ের রাঙিয়ে হাতে লাল রং লাগিয়ে প্রতিবাদ করে এই যুবক।

যুক্তরাষ্ট্রকে গুরুতরভাবে সতর্ক করলেন মেদভেদেভ

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট ও বর্তমান নিরাপত্তা পরিষদের উপ-চেয়ারম্যান দিমিত্রি মেদভেদেভ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এড়াতে রাশিয়ার পক্ষ থেকে দেওয়া পারমাণবিক সতর্কতাকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। শনিবার রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত বার্তা সংস্থা তাসের এক প্রতিবেদনে এ বিষয়ে বলা হয়, মেদভেদেভ সতর্ক করে বলেছেন, যদি যুক্তরাষ্ট্র মনে করে রাশিয়া অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়লেও পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে না, তবে সেটি হবে তাদের মারাত্মক ভুল। মেদভেদেভ ২০০৮ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা সম্পর্কে তিনি বলেন, তারা যদি মনে করেন রাশিয়া চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করবে না, তবে তারা ভুল করছেন। তিনি আরও বলেন, বর্তমান মার্কিন ও ইউরোপীয় রাজনৈতিক দলগুলোতে প্রয়াত হেনরি কিসিঞ্জারের মতো দূরদর্শী নেতৃত্বের অভাব রয়েছে। আরটিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি উল্লেখ করেন, ‘যদি আমাদের রাষ্ট্রের অস্তিত্বের হুমকি আসে, তবে রাশিয়ার কোনো বিকল্প থাকবে না।’ তিনি জানান, প্রেসিডেন্ট পুতিনসহ রাশিয়ার অন্যান্য কর্মকর্তারা বারবার এ বিষয়ে সরাসরি বার্তা দিয়েছেন।
রাশিয়ার সামরিক কর্মকর্তারা বলছেন, ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধ এখন অত্যন্ত জটিল ও বিপজ্জনক পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। পূর্ব ইউক্রেনের দিকে রাশিয়ার সামরিক অগ্রযাত্রা এবং পশ্চিম ইউক্রেনের সম্ভাব্য অনুপ্রবেশ নিয়ে রাশিয়া চিন্তাভাবনা করছে। ইউক্রেনের মূল অঞ্চলে রুশ বাহিনী প্রবেশের বিষয়ে সক্রিয় আলোচনাও চলছে।
এদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের দেওয়া অস্ত্র সরবরাহে রাশিয়ার গভীরে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র হামলার আশঙ্কা বাড়ছে। রাশিয়া সম্প্রতি পশ্চিমা বিশ্বকে সতর্ক করে জানিয়েছে, ইউক্রেন যুদ্ধের বিস্তার ঘটলে তারা কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখাবে। এছাড়া, ন্যাটোর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, উত্তর কোরিয়া পশ্চিম রাশিয়ায় ১০ হাজার সৈন্য পাঠিয়েছে। রুশ পক্ষের মতে, ইউরোপীয় নিরাপত্তা এবং ইউক্রেন যুদ্ধের জটিল পরিস্থিতি বোঝার ক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্ব যথেষ্ট মনোযোগ দেয়নি। স্নায়ুযুদ্ধের পর এই মুহূর্তে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছে। ওয়াশিংটন যদিও বলছে, তারা ইউক্রেন যুদ্ধের সম্প্রসারণ চায় না, তবুও তাদের মিত্রদের দিয়ে ইউক্রেনকে সমর্থন দেওয়া পরিস্থিতি আরও উত্তেজনাপূর্ণ করে তুলছে।
রাশিয়ার তরফ থেকে দেওয়া বার্তাগুলো নিয়ে কূটনৈতিক পর্যায়ে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি নীতি নিয়ে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জার্মানিতে ইরানের সব কনস্যুলেট বন্ধের ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: তেহরানে এক জার্মান নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করায় জার্মানিতে ইরানের সবগুলো কনস্যুলেট বা বাণিজ্য দূতাবাস বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির সরকার। জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালিনা বেয়ারবক বৃহস্পতিবার এই ঘোষণা দিয়েছেন। জার্মানির তিন শহর ফ্রাঙ্কফুর্ট, মিউনিখ এবং হামবুর্গে অবস্থিত ইরানের কনস্যুলেটগুলো।
গত বুধবার ইরানি বংশোদ্ভূত জার্মান নাগরিক জামশিদ শারমাহাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে ইরান। তার বিরুদ্ধে দেশটিতে ক্ষমতাসীন ইসলামপন্থি শাসকগোষ্ঠীকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র এবং সন্ত্রাসী হামলায় সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ ছিল। তবে জামশিদ তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ বরাবরই অস্বীকার করেছেন।
তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগে কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে তা রোহিত করার অনুরোধ করেছিল জার্মানি। বৃহস্পতিবার টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক ভাষণে জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আজ (বৃহস্পতিবার) থেকে জার্মানিতে ইরানের সবগুলো কনস্যুলেট বন্ধ করা হলো।
আমরা বারবার, দ্ব্যর্থহীনভাবে এবং স্পষ্টভাবে তেহরানকে বলেছিলাম যে জামশিদ শারমাহদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলে তার ফলাফল গুরুতর হবে, কিন্তু তেহরান তাতে কর্ণপাত করেনি। তাই বাধ্য হয়েই আমাদের এ পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে।
প্রসঙ্গত, ইরান ও জার্মানির দ্বৈত নাগরিক জামশিদ শারমাহদ ২০০৩ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছিলেন। ইরানে ক্ষমতাসীন ইসলামপন্থি শাসকদের উৎখাত করতে যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাসিত ইরানিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে। এছাড়া ২০০৮ সালে ইরানের শিরাজ শহরের একটি মসজিদে বোমা হামলা হয়েছিল, সেই হামলায়ও তার সংশ্লিষ্টতা দেখিয়েছে ইরানের পুলিশ। ২০২০ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে তাকে অপহরণ করে ইরানের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। প্রায় চার বছর বিচার চলার পর গত ফেব্রুয়ারিতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয় ইরানের নিম্ন আদালত। রায় বাতিলের জন্য তিনি উচ্চ আদালতে আপিল করেছিলেন, কিন্তু সেখানেও নিম্ন আদালতের রায়ই বহাল রাখা হয়। অবশেষে বুধবার তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে ইরান।

বিশ্বে প্রতি ৪ দিনে হত্যাকাণ্ডের শিকার একজন সাংবাদিক: ইউনেসকো

আপনজন ডেস্ক: ২০২২ ও ২০২৩ সালে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিশ্বজুড়ে ১৬২ জন সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো। শনিবার (২ নভেম্বর) সংস্থাটির প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত দুই বছরের এই সাংবাদিক হত্যার সংখ্যা আগের দুই বছরের তুলনায় বেশি। এদিকে সাংবাদিক হত্যার এসব ঘটনার প্রায় সব ঘটনাতেই দোষীদের কোনো সাজা হয় না বলেও জানিয়েছে ইউনেসকো।
সংস্থাটি বলেছে, বিশ্বজুড়ে এভাবে সাংবাদিক হত্যা বেড়ে যাওয়া ‘উদ্বেগজনক’। ইউনেসকোর মহাপরিচালক আদ্রে আজুলে এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘২০২২ ও ২০২৩ এ, শুধুমাত্র সত্য অনুসন্ধানে নিজেদের মহাগুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রতি চার দিনে একজন সাংবাদিক খুন হয়েছেন।’ ‘সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডের পেছনে থাকা অপরাধীদের সাজার আওতায় আনা নিশ্চিত করতে’ তিনি দেশগুলোকে আরও বেশি কিছু করার তাগাদা দিয়েছেন।
সবচেয়ে বেশি সাংবাদিক নিহত হয়েছেন লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলে, ২ বছরে ৬১ জন। সবচেয়ে কম ছয় সাংবাদিক নিহত হয়েছেন উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপে।
প্রতিবেদনে আরও দেখা গেছে, ২০২৩ সালে নিহত সাংবাদিকদের একটি বড় অংশ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারিয়েছেন। মোট ৪৪ জন, ওই বছর নিহত হওয়া মোট সাংবাদিকের ৫৯ শতাংশ। ২০১৭ সালের পর যুদ্ধক্ষেত্রে সাংবাদিক নিহত হওয়ার প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছিল। ২০২২-২৩ সালে নিহত সাংবাদিকদের মধ্যে ১৪ জন নারী, মোট মৃত্যুর ৯ শতাংশ। তাঁদের মধ্যে অন্তত ৫ জনের বয়স ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে।
সাংবাদিক খুনের প্রায় সব ঘটনাই বিচারহীন থেকে গেছে। ২০০৬ সাল থেকে ইউনেসকো বিশ্বজুড়ে সাংবাদিক হত্যার খবর রাখছে। সংস্থাটির হাতে থাকা তালিকা অনুযায়ী, ৮৫ শতাংশ মামলাতেই কোনো সমাধানে পৌঁছানো যায়নি বা পরিত্যক্ত হয়েছে।

লেবাননে মসজিদ গুড়িয়ে দিচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী

আপনজন ডেস্ক: লেবাননে একের পর এক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। এক ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, ইসরায়েলি সীমান্তের কাছে লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে আদ-ধাহিরা গ্রামে এক মসজিদে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। শনিবার কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার লাইভ প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। বার্তা-আদান প্রদানের মাধ্যম টেলিগ্রামে মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়ার ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। মসজিদ ও তার আশেপাশে বাড়িগুলোতে যখন বিস্ফোরণ হচ্ছিল তখন বিশাল ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। এদিকে গতকাল শুক্রবার গাজায় ব্যাপক হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এতে অন্তত ৮৪ জন নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৫০ জনের বেশি শিশু। ইসরায়েলের চালানো এই হামলাকে নৃশংস গণহত্যা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসরায়েলি বাহিনী হতাহত নিয়ে কোনো মন্তব্য না করলেও জানিয়েছে, গাজার দক্ষিণাঞ্চলে খান ইউনিসে বিমান হামলায় ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের শীর্ষ কর্মকর্তা ইজ আল-দিন কাশাব নিহত হয়েছে। তিনি গাজা উপত্যকায় বেঁচে থাকা হামাস পলিটব্যুরোর সর্বশেষ শীর্ষ কর্মকর্তা।

ইসরায়েলের পক্ষে সংবাদ প্রকাশ করছে বিবিসি, নিজেদের শতাধিক কর্মীর চিঠি

আপনজন ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধ নিয়ে সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে বিবিসি ইসরায়েলের ‘পক্ষপাতিত্ব করছে’ বলে অভিযোগ তুলেছেন ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমটির শতাধিক কর্মী। স্থানীয় সময় শুক্রবার (১ নভেম্বর) বিবিসির মহাপরিচালক টিম ডেভির কাছে পাঠানো এক চিঠিতে বিবিসির ১০১ জন নাম প্রকাশ না করা কর্মীসহ মিডিয়া শিল্পের ২৩০ জনেরও বেশি সদস্য সই করেছেন। চিঠিতে বিবিসিকে ‘কোনো ভয় বা পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই’ প্রতিবেদন করতে এবং ‘ন্যায্যতা, নির্ভুলতা ও যথাযথ নিরপেক্ষতার ওপর জোর দিয়ে সর্বোচ্চ সম্পাদকীয় মানদণ্ডে পুনরায় ফিরে আসার হওয়ার’ আহ্বান জানানো হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়, বিবিসি, আইটিভি ও স্কাইয়ের মতো ব্রিটিশ গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর ‘নির্ভয়ে প্রমাণ অনুসরণ করাটা দায়িত্ব’। চিঠিতে বিবিসিকে একাধিক সম্পাদকীয় প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে- ইসরায়েল বাইরের সাংবাদিকদের গাজায় প্রবেশাধিকার দেয় না তা পুনর্ব্যক্ত করা; ইসরায়েলি দাবির পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ না থাকলে এটি স্পষ্ট করা; নিবন্ধের শিরোনামে ইসরায়েল কোথায় অপরাধী তা স্পষ্ট করা; ২০২৩ সালের অক্টোবরের আগের নিয়মিত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটসহ সমস্ত সাক্ষাত্কারে ইসরায়েলি সরকার এবং সামরিক প্রতিনিধিদের দৃঢ়ভাবে চ্যালেঞ্জ করা। চিঠিতে সই করা বিবিসির একজন বর্তমান কর্মী দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্টকে বলেছেন, গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ নিয়ে বিবিসির কভারেজের কারণে তাদের কয়েকজন সহকর্মী চাকরিও ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি আমার পুরো ক্যারিয়ারে কখনো কর্মীদের এমন নিম্ন স্তরের আত্মবিশ্বাস দেখিনি। আমার অনেক সহকর্মী আছেন যারা সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বিবিসি ছেড়েছেন, কারণ তারা বিশ্বাস করেন না ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন নিয়ে আমাদের প্রতিবেদন সৎ। তাই আমরা অনেকেই ভয়ের মাত্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত বোধ করি।

কুমড়োর নৌকায় ৪৫.৬৭ মাইল ভ্রমণ করে বিশ্ব রেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: নৌকা ভ্রমণ করতে কে না ভালবাসে! তবে বিশেষ করে যারা জলপ্রেমী মানুষ তাদের কাছে নৌকা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলা চলে। তেমনই নৌকা চড়ে রেকর্ড গড়লেন আমেরিকার এক ব্যক্তি। তার নাম গ্যারি ক্রিস্টেনসেন। নৌকা তৈরি করে বিশ্ব রেকর্ড, এটা আজব শুনতে লাগলেও অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছে গ্যারি। নৌকা তৈরির উপাদান শুনলে আপনিও চমকে উঠবেন। কেননা এই নৌকা কাঠের বা লোহার নয়, এটি হল কুমড়ো দিয়ে তৈরি। ১ হাজার ২১৪ পাউন্ড ওজনের বড় এক কুমড়ো দিয়ে বানিয়ে ফেললেন আস্ত একটা নৌকা। কুমড়োর নৌকা ভাসিয়ে দিলেন আমেরিকার ওয়াশিংটনের নদীতে। এই খেলনা খেলনা নয়, এই নৌকা চড়ে ৪৫ দশমিক ৬৭ মাইল ভ্রমণ করে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস গড়লেন গ্যারি।
আমেরিকায় অরেগন অঙ্গরাজ্যের হ্যাপি ভ্যালি এলাকার গ্যারি ক্রিস্টেনসেন ২০১১ সাল থেকে তিনি বড় আকারের কুমড়ার চাষাবাদ করে আসছেন। ওয়েস্ট কোস্ট জায়ান্ট পাম্পকিন রেগাটা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে তিনি ২০১৩ সাল থেকে তার খেতের বিশাল আকারের কুমড়ো দিয়ে নৌকা বানানোর কাজ শুরু করেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়
সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০৩মি.

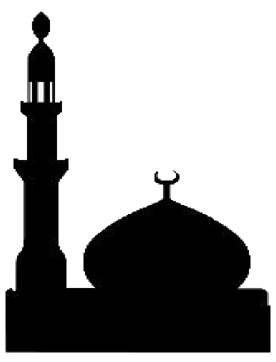

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২০	৫.৪২
যোহর	১১.২৫	
আসর	৩.২৩২	
মাগরিব	৫.০৩	
এশা	৬.১৪	
তাহাজ্জুদ	১০.৪২	

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি চাই: ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি চান বলে দাবি করেছেন আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার নির্বাচনী প্রচারে আরব-আমেরিকান ভোটারদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। সেখানেই তিনি বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান তিনি। সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার এক প্রতিবেদন জানা গেছে, মিশিগানের ডিয়ারবর্নে প্রচার চালাতে গিয়েছিলেন ট্রাম্প। এই অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশি আরব আমেরিকানদের বাস। সেখানে সাবেক এই প্রেসিডেন্ট বলেন, ট্রাম্প প্রশাসনে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরে আসবে। বিশেষ করে লেবানন ও ফিলিস্তিনে।

সাইবেরিয়ায় রেল স্টেশনের ছাদ ধসে নিহত ১৪

আপনজন ডেস্ক: সাইবেরিয়ার নভি সাদ শহরের একটি রেলস্টেশনের ছাদ ধসে ১৪ নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে কয়েকজন।
স্থানীয় সময় শুক্রবার রাজধানী বেলগ্রেড থেকে ৭০ কিলোমিটার উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত শহরে ৩৫ মিটার লম্বা ওই ট্রেন স্টেশনের ছাদটি দিনের ঝলমল আলোতে ধ্বসে পড়ে।
জানা গেছে, দুর্ঘটনার পর পরই উদ্ধারকর্মীরা উদ্ধার অভিযান শুরু করে। ক্রেন এবং বুলডোজারের সহযোগিতায় ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ করেছেন নির্মাণ শ্রমিকরা। আহত ও নিহত ব্যক্তিদের সরিয়ে নিতে যোগ দিয়েছেন উদ্ধারকর্মীরা। ঘটনাস্থল থেকে ২০০ মিটার দূরে বসবাস করা ৮৬ বছর বয়সী ভেরা বলেন, বাইরের পরিবেশ গরম হওয়ার কারণে জানালা খুলে বিশাল শব্দ শুনতে পেলাম এবং ধূলিকণা উড়তে দেখলাম।
জরুরি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান লুকা কেউসিক বলেন, ভারী ভারী পাথরের কারণে উদ্ধারকর্মী এবং সন্ধানকারীদের বেগ পেতে হচ্ছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় উদ্ধার অভিযান রাত পর্যন্ত চলতে বলে বলে তিনি ধারণা করছেন।

তীব্র শীতে ফিলিস্তিনিদের অর্ধনগ্ন করে ছবি তুলেছে ইসরায়েলি বাহিনী

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা উপত্যকার জাবালিয়া থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় অনেক ফিলিস্তিনিকে আটক করে পোশাক খুলে বসিয়ে রেখেছিল ইসরায়েলি বাহিনী। এ অবস্থায় তাদের ছবিও তুলেছে। এমন একটি ছবি হাতে এসেছে মার্কিন সম্প্রচার মাধ্যম সিএনএনের। সিএনএন জানিয়েছে, ছবিটি শুক্রবার (১ নভেম্বর) প্রথম ইসরায়েল টেলিগ্রাম চ্যানেলে শেয়ার হয়। তবে ছবিটি কে তুলেছে, তা জানা যায়নি। ছবিতে থাকা পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলতে পেরেছে সিএনএন। তারা বলেছেন, তাদের আটক করার সময় ইসরায়েলি সেনারা ছবিটি তুলেছেন। ছবিতে যাদের দেখা গেছে, তাদের বেশির ভাগই পুরুষ। অনেকে অর্ধনগ্ন। অনেকে বয়স্ক, অনেকে আবার আহত। জাবালিয়া থেকে পালানোর সময় এ রকম অন্তত ২০০ ফিলিস্তিনি ধরা পড়েন ইসরায়েলি সেনাদের কাছে। এরপর তাদের অর্ধনগ্ন করে কয়েক ঘণ্টা তীব্র শীতের মধ্যে বসিয়ে রাখা হয় এবং ছবি তোলা হয়।
মুহাম্মাদ খালাফ নামে একজন সিএনএনকে বলেন, ‘স্ত্রী ও ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। তখন বেলা ১১টার মতো বাজে। এ সময় ইসরায়েলি সেনারা আমাদের আটক করেন। আমাদের মতো আরও অনেক নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ ও শিশুকে আটক করেছিল তারা।’

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান
DANBIR ACADEMY
দানবীর অ্যাকাডেমি
ভর্তি চলছে
প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত
শিক্ষাবর্ষ ২০২৫ ● আবাসিক বালক বিভাগ
স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ
আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।
বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২
✆ 9143076708 ✆ 8513027401

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৯৫ সংখ্যা, ১৮ কার্তিক ১৪৩১, ৩০ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

শান্তির ললিত বাণী

মানুষ কী চাহে? কী না থাকিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না? মূলত দুইটি জিনিস না থাকিলে জীব প্রজাতির অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যাইবে। ইহার একটি হইল খাদ্য, অন্যটি হইল রিপ্রোকাডশন, অর্থাৎ প্রজনন। মানুষ তো সৃষ্টির সেরা জীব। সুতরাং এই দুইটির পাশাপাশি মানুষ আরও একটি চাহে—তাহা হইল শান্তিতে বসবাস। বলা যায়, শান্তি ও স্বস্তিতে থাকিবার স্বার্থেই মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে। সিন্ধু সভ্যতা হইতে শুরু করিয়া মিশরীয়, সুমেরীয়, পারস্য, ব্যাবিলনীয়, রোমান প্রভৃতি সভ্যতার মূলে ছিল মানবজীবনে স্বস্তিদান করা। একবিংশ শতাব্দীতে আসিয়া বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কল্যাণে উত্পাদন ও সম্পদ অর্জনের দিক দিয়া মানবজাতি আজ এমন এক অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে যে, বিশ্বের ৭৫০ কোটি মানুষকে স্বস্তিদায়ক ও সম্মানজনক জীবন উপহার দেওয়া খুব কঠিন কাজ নহে। কারণ, বিশ্বব্যাপী উৎপাদন বাড়িতেছে, সম্পদ বাড়িতেছে, মাথাপিছু গড় আয়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়িতেছে। বলা যায়, সকল দেশেই কমবেশি বাড়িতেছে প্রাচুর্য ও ভোগবিলাস; কিন্তু এত প্রাচুর্যময় পৃথিবীতেও মানুষের মনে স্বস্তি নাই। শান্তি নাই। কেন? ঊনবিংশ শতাব্দীতেও একজন রাজা-বাদশা চাহিলেও আজিকার মতো ভোগবিলাস করিতে পারিত না। এখন ইউনিয়ন পর্যায়ের একজন মেম্বারের বাড়িতেও এমন ব্যবস্থা থাকে, গরম লাগিলে এক সুইচেই ঠাণ্ডা হাওয়া, ঠাণ্ডা লাগিলে গরমের ব্যবস্থা। ভোগবিলাস খাদ্যখানায় বিচিত্র রেসিপি, যখন-তখন দেশবিদেশে বেড়াইতে যাওয়া—সকল কিছুই যেন আলাদিনের চেরাগের মতো, চাহিলেই পাওয়া যায়। এত কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু শান্তি কোথায়? কোথায় পালাইল শান্তি? শান্তি কি আসে? প্রখ্যাত কবি শহীদ কাদরী যেমন লিখিয়াছেন—'প্রেমিক মিলবে প্রেমিকার সাথে ঠিক-ই/ কিন্তু শান্তি পাবে না, পাবে না, পাবে না…'।

কেন শান্তি পাইবে না? আসলে শান্তি হইল দুইটি বিষয়ের সমন্বয়। উহার একটি হইল—নিরাপত্তা, অন্যটি হইল আমাদের মানসিক দিক। ইংরেজিতে ইহাকে বলা হয়—পিস অব মাইন্ড ইজ এ মেন্টাল স্টেট অব কামনেস অর ট্রাংকুয়িলিটি। ইহা হইল উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি পাওয়া; কিন্তু আধুনিক পৃথিবীতে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে নির্জন বনে গিয়া বসবাস করিতে হইবে। আরণ্যিক যুগের সেই অরণ্যও নাই, সেই নির্জনতাও নাই। আমাদের চারিদিকে ছায়াযুদ্ধ, শীতল যুদ্ধ, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের জটিল পরিস্থিতি। কথিত উদার গণতন্ত্র, বহুত্ববাদ ইত্যাদির ভিতর দিয়াই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিচিত্র ধরনের যুদ্ধাবস্থা দেখা যাইতেছে। অথচ যেই সকল কর্মকাণ্ড পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহা করিতে মহান সৃষ্টিকর্তা নিষেধ করিয়াছেন। পবিত্র কুরআন শরিফে বলা হইয়াছে—'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি কোরো না।' (সুরা-২ আল-বাকারা, আয়াত :১১)।

স্পষ্ট কথা হইল—মানুষ গণতন্ত্র বোঝে না, শান্তি বোঝে। মানুষ শান্তিতে ঘুমাইতে চাহে। নিরাপত্তার সহিত নিশ্চিন্তে বসবাস করিতে চাহে। কাণ্ডারি হুঁশিয়ার কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম যেমন বলিয়াছেন—'অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ'। সন্তরণ অর্থাৎ সাঁতার না জানিয়া আমরা স্বখাদ সলিলে ডুবিতেছি। তাহা হইলে উপায়? ইংরেজিতে একটি কথা আছে—ওয়ার ফর পিস। অর্থাৎ শান্তির জন্য যুদ্ধ; কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর শান্তির অহিংস বাণী এইভাবেও শুনাইয়াছেন যে—'চোখের বদলা লইতে অন্যের চোখ উপড়াইয়া লইলে একসময় সমগ্র পৃথিবী অন্ধ হইয়া যাইবে।' সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্মরণ করিতে হয় রোনাল্ড রিগানের কথা—'শান্তি মানে সংঘাতের অনুপস্থিতি নহে, ইহা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংঘাত পরিচালনা করিবার ক্ষমতা।' জটিল কথা। যেমনটি বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যায়কে সহ্য না-করিবার কথা। তিনি আরেকটি কবিতায় বলিয়াছেন—'নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,/ শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—।'

সত্যিই কি শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসের মতো শুনাইবে? ইহার চাইতে পরিতাপের কথা আর কী হইতে পারে? সুতরাং কবির কণ্ঠে আমরাও বলিতে চাই—'বিদায় নেবার আগে তাই/ ডাক দিয়ে যাই/ দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে/ প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।'

মহিলা ভোট হতে পারে কমলার 'ট্রাম্প কার্ড'

নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে গত সপ্তাহে পুয়ের্তো রিকোকে 'ভাসমান জঞ্জাল' বলে কমলা হ্যারিসের হাতে এক 'উপহার' তুলে দিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজে না বললেও তাঁর নির্বাচনী সভা থেকে বলা সে কথায় পেনসিলভানিয়ার পুয়ের্তো রিকো থেকে আসা মানুষ বেজায় খেপেছে। সে আগুন নেভার আগেই কমলার উদ্দেশে আরেক উপহার পাঠিয়েছেন ট্রাম্প। লিখেছেন **হাসান ফেরদৌস...**

নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে গত সপ্তাহে পুয়ের্তো রিকোকে 'ভাসমান জঞ্জাল' বলে কমলা হ্যারিসের হাতে এক 'উপহার' তুলে দিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজে না বললেও তাঁর নির্বাচনী সভা থেকে বলা সে কথায় পেনসিলভানিয়ার পুয়ের্তো রিকো থেকে আসা মানুষ বেজায় খেপেছে। সে আগুন নেভার আগেই কমলার উদ্দেশে আরেক উপহার পাঠিয়েছেন ট্রাম্প।

গত বুধবার উইসকনসিনে এক সভায় ট্রাম্প মন্তব্য করেন, তারা পছন্দ করুক বা না-করুক, তিনি নারীদের রক্ষা করবেন। ট্রাম্প স্বীকার করেন, তাঁর উপদেষ্টারা বলেছিলেন, এ ধরনের কথা অশোভন, তাই না বলাই ভালো। তিনি বলেন, 'কিন্তু আমি তো প্রেসিডেন্ট, দেশের নারীদের আমি রক্ষা করতে চাই। আমি তাদের নিরাপদে রাখব, তা তাঁরা চান বা না-চান।'

নারীদের নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমস্যার কথা সুবিদিত। তিন তিনটা বিয়ে করেছেন, এক বউ থাকার সময়ে অন্য নারীতে আসক্ত হয়েছেন। তাঁর তৃতীয় স্ত্রী মেলানিয়া যখন সদ্য সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, সে সময় এক পর্নো তারকার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে কেলেঙ্কারির জন্ম দেন ট্রাম্প। ২০১৬ সালের নির্বাচনের সময় এক ফাঁস হওয়া ভিডিওতে ট্রাম্পকে এমন কথাও বলতে শোনা যায়, তিনি একজন স্টার বা তারকা, তিনি মেয়েদের সঙ্গে যা খুশি করতে পারেন।

চলতি নির্বাচনী প্রচারের সময় ট্রাম্প কমলাকে নানা অশোভন ভাষায় আক্রমণ করেছেন, তাঁকে নির্বোধ ও দুর্বল বলে গাল দিয়েছেন। তাঁর সমর্থকদের কেউ কেউ কমলাকে দেহোপজীবিনী বলতেও দ্বিধা করেনি।

এহেন ট্রাম্প নিজেকে নারীর রক্ষক হিসেবে হাজির করে বিপদেই পড়ে গেছেন। নারীদের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, ট্রাম্প মেয়েদের রক্ষা করবেন কী, তাঁর হাত থেকে মেয়েদের রক্ষা পাওয়াটাই অধিক জরুরি। গত দুই যুগ তিনি কখন, কীভাবে নারীর প্রতি কী আচরণ করেছেন, কী মন্তব্য করেছেন, সবাই তা এখন নতুন করে খুঁচিয়ে দেখা শুরু করেছে। এক বিবৃতিতে কমলা বলেছেন, ট্রাম্পের কথা থেকেই স্পষ্ট, নিজের শরীরের ওপর নারীর অধিকারের ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাস করেন না। তাঁর প্রচারশিবিরে নানা সময়ে ট্রাম্পের বলা কথার এক ভিডিও মন্তাজ (কোলাজ) প্রকাশ করেছে, যা দেখে 'জঘন্য' ছাড়া অন্য কিছু বলা কঠিন।

ট্রাম্প নিজেকে নারীর রক্ষক হিসেবে হাজির করে বিপদেই পড়ে গেছেন। নারীদের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, ট্রাম্প মেয়েদের রক্ষা করবেন কী, তাঁর হাত থেকে মেয়েদের রক্ষা পাওয়াটাই অধিক জরুরি।

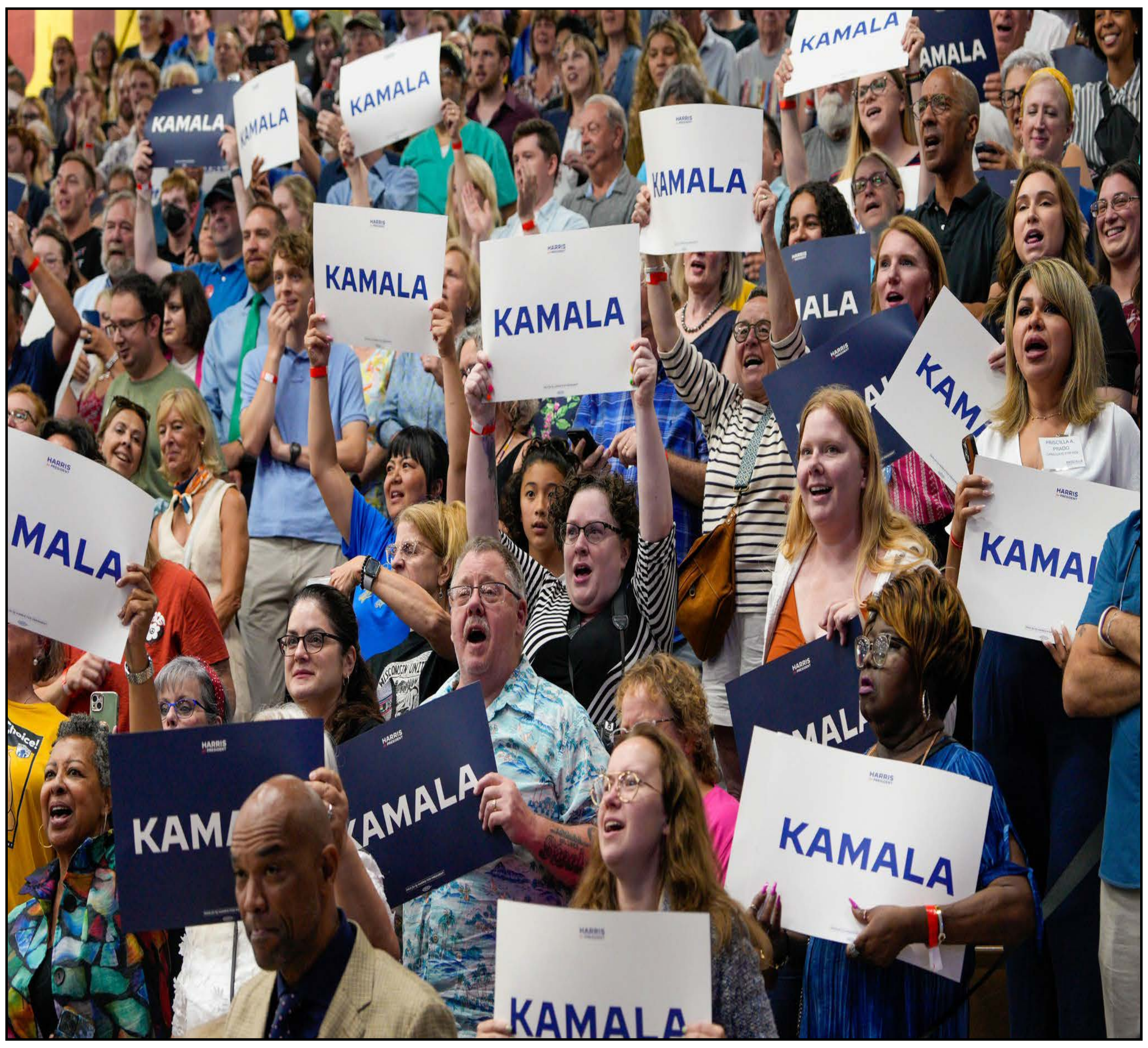

গর্ভপাত প্রসঙ্গ

এবারের নির্বাচনে একটা প্রধান বিষয় গর্ভপাত প্রশ্নে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা। গর্ভপাত প্রশ্নে যে আইনি নিশ্চয়তা আমেরিকার নারীরা অর্ধশতক ধরে ভোগ করেছেন, ২০২২ সালে সুপ্রিম কোর্ট এক সিদ্ধান্তে তা বাতিল করেন। ট্রাম্প গর্ব করে বলেছিলেন, এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ শুধু তাঁর জন্যই সম্ভব হয়েছে, কারণ তিনি সুপ্রিম কোর্টে এমন তিনজন রক্ষণশীল বিচারপতিকে নিয়োগ দিয়েছেন, যাঁরা গর্ভপাতবিরোধী। রাজনৈতিকভাবে এই আইনি বিজয় যে তাঁর জন্য গলার কাঁটা হবে, সে কথা বুঝতে ট্রাম্পের বেশি সময় লাগেনি। তিনি জানেন, নিজের অতি-অনুগত রক্ষণশীল ও খ্রিষ্টপন্থীদের কাছে জনপ্রিয় হলেও দেশের অধিকাংশ নারী ও পুরুষ গর্ভপাতের অধিকার সংরক্ষণের পক্ষে। এখন নির্বাচনের আগে আগে তিনি সুর বদলের চেষ্টা করছেন, কিন্তু তাতে চিড়ে ভিজবে, তা ভাবার কোনো কারণ নেই। ২০২২ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে গর্ভপাতের প্রশ্নটি ব্যবহার করে ট্রাম্প-সমর্থিত 'লাল ঢেউ' ঠেকানো গিয়েছিল। কমলা আশা করছেন, এবারও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। এই আশাবাদ যে ভিত্তিহীন নয়, জনমত জরিপ থেকে তার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার ৫০.৫০ শতাংশ নারী। মোট ভোটারের হিসাবেও তাঁরা পুরুষদের চেয়ে এগিয়ে (৫৩ শতাংশ)। তার চেয়ে বড় কথা, পুরুষদের তুলনায় নারীরা অধিক হারে ভোট দিয়ে থাকেন। পুরুষদের ভোট দেওয়ার গড় হার যেখানে ৬৫ শতাংশ, সেখানে নারীদের ভোট প্রদানের হার প্রায় ৭০ শতাংশ।

গর্ভপাত চলতি নির্বাচনের অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে ওঠায় স্বাভাবিকভাবেই নারী ভোটাররা, বিশেষত শিক্ষিত, শহুরে ও শহরতলির নারীরা কমলার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। অধিকাংশ জরিপ অনুসারে, পূর্বেকার বছরগুলোর তুলনায় এবার 'জেন্ডার গ্যাপ' ১৬ শতাংশ, যা আগের যেকোনো সময়কে ছাড়িয়ে যাবে। তবে কোনো কোনো দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যে (যেমন পেনসিলভানিয়া), ২৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে। এ কথা ঠিক, পুরুষ ভোটার, বিশেষত শ্বেতাঙ্গ ও কম শিক্ষিত পুরুষদের মধ্যে ট্রাম্পের সমর্থন বেশি। এই গ্রুপের ভোটারদের মধ্যে কমলার তুলনায় ট্রাম্প ৯-১০ শতাংশ হারে এগিয়ে। অধিকাংশ পর্যবেক্ষক মনে করেন, চলতি জরিপ যদি ঠিক হয়, তাহলে শুধু নারী ভোটের সাহায্যেই কমলার পক্ষে পুরুষ ভোটারদের সঙ্গে তাঁর এই ফারাক কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।

চলতি নির্বাচনী প্রচারের সময় ট্রাম্প কমলাকে নানা অশোভন ভাষায় আক্রমণ করেছেন, তাঁকে নির্বোধ ও দুর্বল বলে গাল দিয়েছেন। তাঁর সমর্থকদের কেউ কেউ কমলাকে দেহোপজীবিনী বলতেও দ্বিধা করেনি।
এহেন ট্রাম্প নিজেকে নারীর রক্ষক হিসেবে হাজির করে বিপদেই পড়ে গেছেন। নারীদের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, ট্রাম্প মেয়েদের রক্ষা করবেন কী, তাঁর হাত থেকে মেয়েদের রক্ষা পাওয়াটাই অধিক জরুরি। গত দুই যুগ তিনি কখন, কীভাবে নারীর প্রতি কী আচরণ করেছেন, কী মন্তব্য করেছেন, সবাই তা এখন নতুন করে খুঁচিয়ে দেখা শুরু করেছে। এক বিবৃতিতে কমলা বলেছেন, ট্রাম্পের কথা থেকেই স্পষ্ট, নিজের শরীরের ওপর নারীর অধিকারের ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাস করেন না। তাঁর প্রচারশিবিরে নানা সময়ে ট্রাম্পের বলা কথার এক ভিডিও মন্তাজ (কোলাজ) প্রকাশ করেছে, যা দেখে 'জঘন্য' ছাড়া অন্য কিছু বলা কঠিন।

উদাহরণ হিসেবে পেনসিলভানিয়ার কথা ভাবা যাক। নতুন জরিপে দেখছি, মিশিগান ও উইসকনসিনে কমলা ২ শতাংশ বা তার চেয়ে অধিক ব্যবধানে এগিয়ে। কিন্তু ২৭০টি ইলেকটোরাল কলেজ ভোট পেতে হলে তাঁকে পেনসিলভানিয়ার ১৯টি ইলেকটোরাল ভোট কবজা করতেই হবে। এই অঙ্গরাজ্যে নারীদের মধ্যে ট্রাম্পের তুলনায় কমলার সমর্থন ১২ শতাংশ বেশি, ৫৫ শতাংশ বনাম ৪৩ শতাংশ। অন্যদিকে পুরুষদের মধ্যে ট্রাম্পের সমর্থন ৫৪ শতাংশ, কমলার ৪৪ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান থেকে ভোটের প্রকৃত হিসাবটি পাওয়া যাবে না। সে জন্য দেখতে হবে এখানে মোট ভোটার কত এবং তারা কী হারে ভোট দেয়। ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের এক নির্বাচনী বিশ্লেষণ অনুসারে, ২০২০ সালে যাঁরা ভোটে অংশগ্রহণ করেন, তার ৫৩ শতাংশ নারী এবং ৪৭ শতাংশ পুরুষ। মোট প্রদত্ত ভোট গুনে ব্রুকিংস জানাচ্ছে, এ বছরের নির্বাচনেও যদি নারী ও পুরুষ গতবারের হারে ভোট দেন, তাহলে ট্রাম্পের তুলনায় কমলা ১ লাখ ১৪ হাজার ৭৯৪ অধিক ভোট পাবেন। ২০২০ সালে জো বাইডেন এই অঙ্গরাজ্যে মাত্র ৮১ হাজার ৬৬০ ভোটে জিতেছিলেন।

অপর দুই দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্য মিশিগান ও উইসকনসিনেও কমলা নারী-পুরুষ অনুপাতে বেশ ভালো ব্যবধানে এগিয়ে। মিশিগানে এই হিসাব ৫৬: ৫২ ও উইসকনসিনে ৫৬: ৫৩, কমলার পক্ষে।

আগাম ভোটে অধিক নারী

কমলার জন্য আরও একটি সুখবর রয়েছে। ইতিমধ্যে ৫ কোটি ৮০ লাখ মানুষ আগাম ও ডাকযোগে ভোট দিয়েছেন। এনবিসির হিসাব অনুসারে, পুরুষদের তুলনায় নারীদের ভোট পড়েছে ১০ শতাংশ বেশি। বেশি নারী ভোট মানে কমলার বাক্সে অধিক ভোট, সে কথা মাথায় রেখে ট্রাম্পের অন্যতম সমর্থক চার্লি কার্ক এক্স বা টুইটারে উদ্বিগ্ন হয়ে লিখেছেন, মেয়েরা অনেক বেশি হারে ভোট দিচ্ছেন। এভাবে যদি পুরুষ ভোটাররা ঘরে বসে থাকেন, তাহলে নির্ঘাত কমলাই প্রেসিডেন্ট হবেন।

আট বছর আগে হিলারি ক্লিনটন জয়ের মুখে দাঁড়িয়েও পরাস্ত হয়েছিলেন। ট্রাম্পের সেই বিজয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নারীদের অনেকেই লজ্জিত হয়েছিলেন। এবার আরেক সুযোগ এসেছে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন এই প্রজাতন্ত্রে প্রথমবারের মতো একজন নারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করার। মোটেই বিস্মিত হব না যদি নারী ভোটারদের সমর্থনেই সে বিজয় অর্জিত হয়। নারী ভোট হতে পারে কমলার 'ট্রাম্প কার্ড'।

তারেক মেগেরিসি

তিউনিসিয়ার স্বৈরশাসকের যে পরিণতি হতে যাচ্ছে

তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট কাইস সাইদ দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন। একটি অখ্যাত জরিপ সংস্থা ৬ অক্টোবরের নির্বাচন নিয়ে পূর্বাভাস দিয়েছিল যে সাইদ ৮৯ শতাংশ ভোট পেতে যাচ্ছেন। এই সংখ্যা তিউনিসিয়ার সর্বশেষ স্বৈরশাসক বেন আলির কথা স্মরণ করিয়ে দিল। কেননা, তাঁর শেষ নির্বাচনে তিনি ঠিক ৮৯ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন।

যাহোক, সরকারিভাবে ঘোষিত নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় ৯১ শতাংশ ভোট পেয়েছেন সাইদ। ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা দেখানোর একটা প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। কিন্তু ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের একটা উক্তিকে ধার নিয়ে বলা যায়, আপনি জনপ্রিয় ও ক্ষমতাবান, সেটা জানানোর জন্য একটা নির্বাচন করার দরকার হয়, তাহলে সত্যি সত্যি আপনি তা নন।

৬৬ বছর বয়সী সাইদ একবার রঙ্গের ছলে বলেছিলেন, চার্লস দ্য গলের মতো তিনিও বুড়ো বয়সে স্বৈরশাসক হিসেবে নতুন ক্যারিয়ার শুরু করেছেন। এখন তিনি ট্র্যাজেডি ও কমেডি, দুই বিবেচনা থেকেই ক্লান্ত পায়ে বেন আলির পথেই হাঁটছেন।

তাঁর পূর্বসূরির মতো, এটাই সাইদের শেষ নির্বাচন হতে পারে। এখন মূল প্রশ্ন হলো, সাইদ কি বেন আলির ট্র্যাজেডিটা পুরো করবেন নাকি অন্য কোনো শক্তি প্রথমে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করবে।

অদ্ভুত বিষয় হলো, নির্বাচনের সংজ্ঞায় যা যা থাকে, ফলাফল ছাড়া তার সবকিছুই এই নির্বাচনে ছিল। নির্বাচন কমিশন ও আদালতের অধস্তনতা, প্রার্থী বাছাইয়ের জটিল প্রক্রিয়া, প্রতিযোগী প্রার্থীদের গ্রেপ্তার, ভোটের দিন পর্যন্ত রাস্তায় বিক্ষোভ এবং কম ভোটার উপস্থিতি (যেটা তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ইতিহাসের সর্বনিম্ন)—এ সবকিছুই দেখতে পাওয়া গেছে।

সাইদকে এই মুহূর্তে একজন দুর্বল লৌহমানব বলাটাই শ্রেয়। পরস্পরবিরোধী অবস্থানের কারণে এই সংজ্ঞাটাই তার জন্য উপযুক্ত। সাইদ ভবিষ্যতে একজন ভয়ানক কর্তৃত্ববাদী শাসক হিসেবে পরিচিত হয়ে থাকবেন। একটা ব্যর্থ অর্থনীতিকে টেকাতে তিনি ভর্তুকির ওপর নির্ভর করেছেন। তিনি এমন একটা রাজনৈতিক প্রকল্প শুরু করেছেন, যেটা লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফির জামাহিরিয়া প্রকল্পের চেয়েও অকার্যকর।

সাইদ প্রতিনিয়ত একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তোলার কথা বলে আসছেন। অথচ তিনি তিউনিসিয়ার প্রশাসন যন্ত্র থেকে লোক বাদ দিতে দিতে সবচেয়ে ছোট প্রশাসনে পরিণত করে ফেলেছেন। মন্ত্রিসভার মুখগুলোকে প্রতিনিয়ত বদলে ফেলছেন।

একজন দুর্বল সাইদ মানে আরও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সাইদ। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সাইদ হবেন আরও বেশি কর্তৃত্বপরায়ণ। তিনি সব প্রাতিষ্ঠানের স্বাধীনতাকে হরণ করবেন। তিউনিসিয়া যে পদ্ধতিগত সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সেটা মোকাবিলা করার জন্য তিনি একজন অদক্ষ ব্যক্তি।

অথচ এই সমস্যাগুলো অনেক গুরুতর।

তিউনিসিয়ার ঘাড়ে এখন সবচেয়ে বড় অঙ্কের ঋণ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। পুরোনো ঋণের বড় অঙ্কের আসল এবং সম্প্রতি নেওয়া উচ্চ সুদহারের ঋণের সুদ—সব মিলিয়ে বড় একটা চাপে দেশটির অর্থনীতি।

তিউনিসিয়ার অর্থনীতির মূল স্তম্ভ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং বাজার ও ভর্তুকি ব্যবস্থা—ওসব কিছুর ঋণের বাধ্যবাধকতার মধ্যে রয়েছে।

ঋণের জন্য সাইদকে তিউনিসিয়ার ব্যাংকগুলোর ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ফলে এই খাতে প্রবৃদ্ধির আর আশা নেই এবং মুদ্রার অবমূল্যায়ন করতে হচ্ছে।

রাজনৈতিক শক্তি না থাকায় পরিস্থিতি যত খারাপ হবে, সাইদ ততই নিষ্ঠুর দমন-পীড়নের পথ বেছে নেবেন, একে-তাকে বলির পাঁঠা বানাবেন।

সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া একটা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, একজন পুলিশ কর্মকর্তা বিক্ষোভকারীদের সতর্ক করে দিয়ে বলছেন যে তিউনিসের প্রধান সড়কে এটাই তাদের জন্য শেষ বিক্ষোভ। তার দাবি, বিক্ষোভ করার যথেষ্ট কারণ নেই। এ থেকেই বোঝা যায়, ভবিষ্যতে কী পরিণতি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

আরেকটা অশুভ দিক হচ্ছে, সাইদ যখন তিউনিসিয়ার গর্ব করার মতো আমলাতন্ত্রকে ভেঙে ছোট করে ফেলছেন, তখন নিরাপত্তা বাহিনীর শক্তি বাড়ছে।

যাহোক, ২০২১ সালে সাইদ তিউনিসিয়ার কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার মুখ হয়ে উঠলেও অভ্যুত্থানটিতে সমর্থন দিয়েছিল ও টিকিয়ে রেখেছে তিউনিসিয়ার সেনাবাহিনী। ২০১৭ সালের সন্ত্রাসবাদবিরোধী অভিযানের কারণে তিউনিসিয়ার সেনাবাহিনীর হাতে রয়েছে সবচেয়ে শক্তিশালী গোয়েন্দা বাহিনী। সে কারণে সাইদের মন্ত্রিসভা যখন ক্রমাগত অকেজো হয়ে পড়ছে, তখন জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা সিদ্ধান্তগুলো নিচ্ছে।

খোঁচা দেওয়া স্বভাবের কারণে প্রেসিডেন্টের সাইদের সঙ্গে যখন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দুর্বল হচ্ছে, তখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তিউসিয়ার সেনাবাহিনীর সম্পর্ক গভীর হচ্ছে। সুতরাং তিউনিসিয়ার সরকারি ও বেসরকারি খাত যখন ক্রমেই গরিব হচ্ছে, তখন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় দেশটির সেনাবাহিনীর স্ফীতি ঘটছে।

তিউনিসিয়ার নিরাপত্তা বাহিনী সাইদের অভ্যুত্থানকে আলিঙ্গন করে নিয়েছিল। কারণ, বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছিল, সেখান থেকে আবারও সুপরিচিত এক ব্যক্তির শাসনে ফিরে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছিল।

তিউনিসিয়া একসময় আরব বসন্তের বাতিঘর ছিল। সেই তিউনিসিয়া এখন আবার নতুন একটি প্রবণতার বাতিঘর।

তিউনিসিয়া রাজনৈতিক উদারবাদ থেকে দূরে সরে গেছে। অর্থনৈতিক ভাঙন, সামরিকায়িত কর্তৃত্ববাদ ও আঞ্চলিক ক্ষমতার লড়াইয়ের মধ্যে ঢুকে গেছে দেশটি।

এখন প্রশ্ন হলো, তিউনিসিয়া কোন দিকে যাবে? সেটা নির্ভর করছে সাইদ ক্ষমতা থেকে যাওয়ার আগে তিউনিসিয়ার অর্থনীতি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর কতটা ক্ষতি করে, তার উপরে।

তারেক মেগেরিসি রাজনৈতিক বিশ্লেষক

মিডল ইস্ট আই থেকে, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

প্রাইমারি শিক্ষকদের নিয়ে বিজ্ঞান ও গণিত কর্মশালা বেড়াচাঁপায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার বেড়াচাপায় বেঙ্গল মডেল এডুকেশনাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট-এর তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক পর্যায়ের বেসরকারি স্কুলের বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষকদের নিয়ে একদিনের এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শনিবার। সাতটি বিদ্যালয়ের ৪২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন এ দিনের এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায়। শিশুদের পাঠ যাতে আনন্দময় হয়ে ওঠে, সত্য কথা বলতে শেখে, এক কথায় জীবনের ভীত যাতে মজবুত হয়, এটাই ছিল এই কর্মশালার মুখ্য বিষয়। শিশুরা যা বইয়ের পাতায় দেখে, তা যে আমাদের দৈহিক গঠন, পরিবেশ, প্রকৃতির বাইরে অন্য কিছু নয়, সেটাই পরিষ্কার করে এদিন বলা হয় এই কর্মশালায়। এগুলি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা শিশুরা কীভাবে পাবে, শিক্ষকরা কীভাবে পাঠ পরিকল্পনা করবেন এবং ক্লাসরুম পরিচালনা করবেন, তার মডেল তুলে ধরেন বিজ্ঞান ও গণিতের দুই প্রশিক্ষক। সূর্যের আলোর বর্ণালী অর্থাৎ সাতটি রংয়ের-বিচ্ছুরণ, চুম্বকের আকর্ষণ বিকর্ষণ সেখান থেকে অভিকর্ষজ টানের কথা অর্থাৎ কোনো বস্তু উপর থেকে নিচের দিকে কেন পড়ে, এছাড়াও খাবার সোডা, ভিনেগার, পাতিলেবু এগুলি দিয়ে ছোট ছোট বিক্রিয়া করে দেখান বিজ্ঞানের শিক্ষক নাজিম মল্লিক। গণিতের ধারণা শিশুর জন্মের প্রথম দিন থেকেই হয়ে যায়। সে একমাত্র একজনকেই তখন চেনে। তিনি হচ্ছেন তার মা। তারপর সে চেনে তার পিতাকে। তিনি দ্বিতীয়। ধীরে ধীরে এই সংখ্যা বাড়তে থাকে। অর্থাৎ গণনার ধারণা সে সকলের অজান্তেই শিখে যায়। আমরা প্রকৃতির এই নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমল না দিয়ে চাপিয়ে দেওয়া যখন থেকে শুরু করেছি তখনই গণিত হয়ে গিয়েছে ভয়ের। এই অভ্যাস আমাদের ত্যাগ করতে হবে। এদিন কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন সহযোগী সংস্থা অনুসন্ধান সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং বারাসাত মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শেখ আলী আহসান। হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এদিনের পারফরমেন্সে সেরা স্কুলের শিরোপা তিনি তুলে দেন অগ্নিবীণা কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে। এই কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন প্রাইমারি পর্যায়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে এ ধরনের অ্যাক্টিভিটি মূলক কর্মশালা সচারচর দেখা যায় না। বেঙ্গল মডেল চাইল্ড ইনস্টিটিউট-এর এই আয়োজন থেকে সমাজের কিছু প্রাপ্তি যোগ ঘটল। এদিন অসাধারণ গুণমান সম্পন্ন একটি চার পৃষ্ঠার স্মারক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দেশের বরেণ্য বিজ্ঞানী, শিক্ষা প্রশাসক, গবেষকদের কলমের স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে 'শিশু শেখা-শিখি' নামক স্মারকখানি বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তরুণ চিকিৎসক তৌহিদুর রহমান, বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রেমী আবুল কালাম আজাদ প্রমূখ। দিনের শেষে বেঙ্গল মডেল চাইল্ড ইন্সটিটিউট-এর প্রধান শিক্ষিকা নাফিসা ইসলাম ও অফিস সুপার সুকান্ত সমাদ্দার উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কালিয়াচক কলেজে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: এন সি সি এবং এনএসএস এর উদ্যোগে কালিয়াচক কলেজে পালিত হল রাষ্ট্রীয় একতা দিবস। পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয় ন্যাশনাল ইউনিটি ডে সেলিব্রেশন এর কর্মসূচি। সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেলের জন্মদিন উপলক্ষে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পালিত হয় ন্যাশনাল ইউনিটি ডে তারই সূত্র ধরে, ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস, ইলেভেন ব্যাটেলিয়ান এর কর্মসূচি অনুযায়ী এবং কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার নাজিবর রহমানের নির্দেশক্রমে এদিনের কর্মসূচি পরিচালনা করেন কলেজ ইউনিটের কেয়ারটেকার অফিসার এবং আরবি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ মুজতাবা জামাল। ছাত্রছাত্রীরা কলেজ ক্যাম্পাসে ইউনিফর্ম পরে পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে শপথ গ্রহণ করে দেশের অখন্ডতা রক্ষায় সম্প্রীতি এবং সহমর্মিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবিচল ভাবে কাজ করার জন্য।

এন সি সি ক্যাডেট স এনএসএস ভলান্টিয়ার ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা সকলে ইউনিটি মার্চ বা অখন্ডতা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। এই শোভাযাত্রা কলেজ ক্যাম্পাস থেকে ন্যাশনাল হাইওয়ে ১২ হয়ে পরিক্রমা করে। গণসংযং এর মাধ্যমে দেশের অখন্ডতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালাই। জনগণ ও এই মিছিলে যোগদান করে সহযোগিতার হাত বাড়ায়।

এঞ্জেল চাইল্ড একাডেমির বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: এঞ্জেল চাইল্ড একাডেমি ১৭ তম বাৎসর কি অনুষ্ঠান পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হলো আজ দোসরা নভেম্বর ২০২৪ একাডেমি ছাত্রছাত্রীরা আবৃত্তি, ছড়া,গজল দেশাত্মবোধক সংগীত নাটক পরিবেশন করে ও আল বালাদ দেওয়াল পত্রিকা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয় উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হাজী শেখ মোজাম্মেল ইসলাম,প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শেখ জামিনুল ইসলাম সাহেব ও মাদ্রাসা বোর্ড মেম্বার মোল্লা মোঃ সদরুল আমিন প্রমুখ।

উদ্বোধনের আগেই ভেঙে পড়ল সজল ধারার পানীয় জলের ট্যাঙ্ক

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: সজলধারার কাজ শেষ হতেই ভেংগে পড়লো জলের ট্যাংক ঘটনায় দুর্নীতির অভিযোগ স্থানীয়দের। ডোমকলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রকল্পের সজলধারা হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ায় চাঞ্চল্য ছড়াল মুর্শিদাবাদের ডোমকল পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের মামুদপুর এলাকায় । স্থানীয়রা জানায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য সরকারি ভাবে সজলধারার কাজ শুরু হয় আর সেই কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর ট্র্যাঙ্কে জল ভর্তি করা শুরু হয় শুক্রবার বিকেল আনুমানিক চারটের নাগাদ। তারপর শনিবার সাত সকালে স্থানীয় মানুষজন ঘুম থেকে উঠে দেখেন দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে পড়ে আছে ওই সজলধারার জলের ফিলটার ট্যাংক,আর তাতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় ওই এলাকায়। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ অতিরিক্ত নিম্নমানের কাজ করা হয়েছে, সম্পূর্ণ কাজেই দুর্নীতি হয়েছে, কংগ্রীট পরিবর্তে দেওয়া হয়েছে তিন নম্বর ইট, সিমেন্ট কম সব কিছুতেই দুর্নীতি করেছে এজেন্সি। সেই কারণেই ভেঙে পড়েছে এই সজলধারা পাশাপাশি স্থানীয়রা জানিয়েছেন সিডিউল দেখতে চাইলে দেখানো হয়নি! কন্টাক্ট এর সাথে কোন রকম যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি , সমস্ত বিষয় লেবার শ্রেণির মানুষকে দিয়ে করানো হয়েছে। ঘটনার খবর এজেন্সি জানতে পেরে তড়িঘড়ি ভেংগে পড়া সজল ধরা মেরামত করতে আসলে স্থানীয়রা সেই কাজে বাধা দেই ।

ল্যাডলো জুট মিল ফের খুলছে ৫ নভেম্বর, বিশেষ বৈঠক নবান্নে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: পূজার মুখে বোনাস না দেওয়াকে কেন্দ্র করে শ্রমিক বিক্ষোভ থেকে অশান্তি ও মিলের ভিতরে ভাঙচুর, আইনশৃঙ্খলা অবনতিতে চেঙ্গাইল ল্যাডলো জুটমিল বন্ধ হয় । শ্রম দপ্তরের ডাকে জেলা শ্রম দফতর অফিসে দুই টি ত্রিপাক্ষিক মিটিং এর পর ৫ নভেম্বর মিল খোলার সিদ্ধান্ত হয়েছিল কিন্তু মিল আধুনিকরন ও শ্রমিক ছাঁটাই সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ে ইউনিয়ন ও মালিক পক্ষের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। শনিবার নবমহাকরনের শ্রম দপ্তরের কনফারেন্স হলে মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের তত্ত্বাবধানে ও উলুবেড়িয়ার প্রশাসনিক অবিভাবক মাননীয় পূর্ত মন্ত্রী পুলক রায় এর উপস্থিতি তে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করে সরকার, মিল ম্যানেজমেন্ট ও মিলের ৮ টি কর্মরত ইউনিয়ন ঐক্যমতের ভিত্তি তে মিল পুনরায় ৫ তারিখ থেকে খোলা ও ১১ তারিখ থেকে পুরাপুরি উৎপাদন শুরু করার সিদ্ধান্ত হয় । মিটিং এ তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত ব্যানার্জী ও তৃণমূল জুট ও টেক্সটাইল ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম উপস্থিত ছিলেন । মিলের কর্মরত ইউনিয়ন গুলির অন্যতম এনইউজেটিডব্লু এর রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজীব আলি লস্কর বলেন মিল খোলার সিদ্ধান্তে আজকের মিটিং এ উলুবেড়িয়ার প্রশাসনিক অবিভাবক মাননীয় মন্ত্রী পুলক রায়ের ভূমিকায় আমরা খুশি এবং মিল খোলায় শ্রমিক মহল্লায় খুশির হাওয়া লেগেছে। এই মিল খোলাকে স্বাগত জানিয়েছেন সমাজসেবী শিক্ষক মাওলানা সেখ কালিমুল্লাহ।

দুলক্ষ টাকা মুক্তিপণ দিয়ে দুষ্কৃতিদের খপ্পর থেকে বেঁচে ফিরলেন ঠিকাদার

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: মুক্তিপণ দিয়ে দুষ্কৃতিদের খপ্পর থেকে প্রাণে বেঁচে ফিরলেন ক্যানিংয়ের এক ঠিকাদার। বর্তমানে গুরুতর আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিংয়ের দাঁড়িয়া পঞ্চায়েতের ঠাকুরাণী বেড়িয়ার গোবরামারীর গ্রামের বাড়িতেই রয়েছেন ওই ঠিকাদার। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। দুষ্কৃতিদের নাগাল পেতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, ঠাকুরাণী বেড়িয়ার গোবরামারী গ্রামের যুবক গোপাল সরদার। গত প্রায় ১৫ বছর অধিক সময় বিভিন্ন জায়গায় ঠিকাদারীর কাজ করছেন। কাজের জন্য এক অপরিচিত নম্বর থেকে গত প্রায় ১৫ দিন আগে ফোন করেছিল অঞ্জাত পরিচয় ব্যক্তি। পারিবারিক অসুবিধার কারণে যেতে পারেন নি গোপাল। পরবর্তী সময় আরো চার পাঁচ বার কাজের জন্য ফোন আসে। ফোন মারফত কাজ করার জন্য ২৮ অক্টোবর বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। সন্ধ্য সাড়ে পাঁচটা নাগাদ হাজীর হয়েছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার মথুরাপুর ষ্টেশনে। সেখান থেকে টোটোয় চেয়ে পৌঁছে যান স্থানীয় খটির বাজার এলাকায়। সেখানে পৌঁছাতেই কয়েকটি বাড়িঘর আর মন্দির দেখিয়ে কাজের কথা বলে দুষ্কৃতিরা। এরপর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সাত আটজন দুষ্কৃতি হাতে রিভলবার নিয়ে উদ্যত হয়ে ওই ঠিকাদার কে একটি বাঁশ বাগানের জঙ্গলের নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে রিভলবারের বাঁট দিয়ে বেধড়ক মারধর করে মাথা ফাঁটিয়ে দেয়। এরপর ১০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চায়। পাশাপাশি ওই ঠিকাদারের ফোন কেড়ে নিয়ে ফোন পে এবং এটিএম থেকে দফায় দফায় টাকা তুলে নেয়। পরবর্তীতে মুক্তিপণের জন্য আরো টাকা দাবী করে ঠিকাদারের ফোন থেকে তার বাড়িতে ফোন করে দুষ্কৃতিরা। এদিকে পরিবারের লোকজন দুষ্কৃতিদের কথা মতো টাকা পাঠায়। পাশাপাশি গোপাল কে উদ্ধারের জন্য ক্যানিং থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয়। শেষ পর্যন্ত দুষ্কৃতিরা মুক্তিপণ বাবদ পাঁচ লক্ষ টাকা দাবী করে। এটিএম,ফোন পে মারফত প্রায় দুলক্ষ টাকা আদায় করে দুষ্কৃতিরা। আরো টাকা পেতে দীর্ঘ প্রায় ১০ ঘন্টা ধরে ঠিকাদার কে বেধড়ক মারধর করা হয়। এমনকি দুষ্কৃতিরা আকণ্ঠ মদপান করে ঠিকাদার কে জোর করে মদ খাইয়ে দেয়। চলতে থাকা অত্যচারের মাত্রাও। পাশাপাশি দুষ্কৃতিরা ওই ঠিকাদারের জন্য খাবার ও ওষুধ নিয়ে আসে। ঠিকাদার যুবক গোপাল সরদার অচৈতন্য হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ফোনের টাওয়ার লোকেশান ধরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় ক্যানিং থানার পুলিশ।

ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ফরাক্কা

আপনজন: অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এর উদ্যোগে ফারাক্কা ব্লক ইমাম মুয়াজ্জিন কমিটির ব্যবস্থাপনায় ফারাক্কা ব্লকে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো শনিবার দুপুরে,এদিনের মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক ও মুর্শিদাবাদ জেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, স্থানীয় বিধায়ক মনিরুল ইসলাম, ফারাক্কা ব্লকের বিডিও জুনায়েদ আহমেদ,ফারাক্কা থানার আইসি, ব্লক ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সভাপতি আনিকুল ইসলাম, সানাউল্লাহ সেখ এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। । এদিনের স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে শতাধিকের বেশি মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

আবাস প্লাস প্রকল্পের ঘরের তালিকা নিয়ে উত্তেজনা রায়দিঘিতে

আসিফা লস্কর ● রায়দিঘি

আপনজন: আবাস প্লাস প্রকল্পের ঘরের তালিকা নিয়ে উত্তেজনা। এবার উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি থানার অন্তর্গত কুমড়োপাড়া গ্রাম পঞ্চয়েতের পুরকাইত ঘেরী এলাকার। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে পুরকাইত ঘেরী এলাকার চিকেনের মোড়ে স্থানীয় নির্দল সদস্যর পক্ষ থেকে একটি আবাস প্লাস প্রকল্পের তালিকায় ঘর প্রাপকদের তালিকা ফ্লেক্সের মাধ্যমে টানানো হয়। এরপর গন্ডগোলে সরাসরি জড়িয়েছে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ও রায়দিঘি থানার এক সিভিক ভলান্টিয়ার। নির্দল সদস্যের তরফে ১৩০ জনের তালিকা নাম ছিল গ্রামের সিভিক ভলান্টিয়ার সাবির হোসেনের। দোতলা বাড়ির বাসিন্দা সিভিক ভলান্টিয়ার সাবির হোসেন ফ্লেক্সটি ছিঁড়ে দেন। এরপর গন্ডগোল শুরু হয় নির্দল ও তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে। পুলিশ পৌঁছয় গ্রামে। নির্দল প্রার্থীর এক সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনায় আহত হয় কুমড়োপাড়া অঞ্চল সভাপতি জ্ঞানরঞ্জন মজুমদার। এ বিষয়ে রায়দিঘির বিধায়ক অলোক জলদাতা তিনি জানান, গতকাল চিকেন মোড়ের কাছে বিরোধী দলের বেশ কয়েকজন আবাস প্লাস প্রকল্পের তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের নামের লিস্ট বানিয়ে ফেক্স আকারে রাস্তার মোড়ে টাঙিয়ে দেয় আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রায়দিঘী থানার পুলিশ এবং কুমড়োপাড়া অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি জ্ঞানোরঞ্জন মজুমদার। উত্তেজনার নিয়ন্ত্রণ করার সময় বিরোধী দলের লোকজনের জ্ঞানরঞ্জন মজুমদারকে মারধর করে। এলাকায় উত্তেজনা ছড়ানোর জন্যই বিরোধীরা চক্রান্ত করে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির নাম মনোহর হোসেন। অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিকে শনিবার ডায়মন্ড হারবার মহকুমার আদালতে পেশ করে রায়দিঘী থানার পুলিশ।

বাজির আগুনে শিশুর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বাজির আগুনে তিন শিশুর মৃত্যুতে বাস্তবিকই শোকের ছায়া হাওড়ার উলুবেড়িয়ায়। শুক্রবার সন্ধ্যায় হাওড়ার উলবেড়িয়ার বাণী তবলায় একটি পরিবারে বাজি পোড়াতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে তিনজন শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃতদের নাম শ্রাবন্তিকা মিস্ত্রি (১১), ইশান ধারা (৩), মমতাজ খাতুন (৫)। জানা গিয়েছে এদিন এই তিন জন শিশু এক সঙ্গে একটি বাড়ির উঠানে বাজি পোড়াচ্ছিল। হঠাৎ একজনের গায়ে ফুলঝুরি থেকে আগুন লেগে যায় । বাকী দুই জন আগুন নেভাতে গেলে তাদের গায়ে ও আগুন লাগে। যন্ত্রনায় তারা ছুটোছুটি করতে থাকায় বাড়িটিতে আগুন ধরে যায়। পরে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার মৃত বলে ঘোষণা করেন। শনিবারেও ওই এলাকায় শোকের ছায়া রয়ে গিয়েছে। কিন্তু কেন এমন আগুন লাগল? জানা গিয়েছে যে জায়গাটিতে আগুন লেগেছে সেখানে বেশ কয়েকজন বৃহন্নলা থাকেন। মূলত তাদেরই কাছে মানুষ হয়েছিল এই তিন শিশু। কার্যত অবজ্ঞা অনাদরে উলুবেড়িয়া পুর সভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের এই এলাকাটি। জনৈক রাজার বাড়িতে এই দোকানটি ছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ,এই দোকানে মজুত রাখা ছিল পেট্রোল সহ দাহ্য পদার্থ। মূলত বিভিন্ন দাদা ওই শিশুগুলোকে মানুষ করেছিল বলে এলাকার লোকজনের কাছ থেকে জানা গেছে। এরকম একটি মর্মান্তিক ঘটনার পরেও ওই এলাকায় বিভিন্ন দোকানে যে বেআইনি পেট্রোল ও ডিজেল বিক্রি হয় তা কি বন্ধ হবে সেটাই কিন্তু এখন ওই এলাকার মানুষের বড় প্রশ্ন। শুধু হাওড়া জেলায় নয় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় মূলত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলিতে বেআইনিভাবে পেট্রোল ও ডিজেল বিক্রি হয়।

সাগরদিঘীতে সংবর্ধনা সভা ইমাম মুয়াজ্জিনদের

জাকির সেখ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: শনিবার অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট সাগরদিঘী ব্লক কমিটির উদ্যোগে ব্লক কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হল সংবর্ধনা সভা।

এদিন ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তের ইমাম মুয়াজ্জিনদের নিয়ে এই সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট সাগরদিঘী ব্লক কমিটির সম্পাদক মাওলানা আহমদ রেজা বলেন সম্প্রীতির বার্তা দিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে এই সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। এদিন শতাধিক নতুন ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সদস্য হন। সংবর্ধনা সভায় উপস্থিতি ছিলেন সাগরদিঘীর বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস, সাগরদিঘী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিজন রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মসিউর রহমান, রঘুনাথগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোমিনা খাতুন সহ ব্লক কমিটির সদস্য ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আমানতের উদ্যোগে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শনিবার পার্কসার্কাস শেক্সপিয়র সরণী হোটেল আইভরি ইন-এ তাজ এণ্ড জাকির সৈয়দ ফ্যামিলি চেরিটেবিল ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় আমানত ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের উদ্যোগে মোহাম্মাদপুর মিলন একাদশের আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের স্টেম স্কলারশিপ বিতরণ আয়োজন করা হয় । এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ২৫ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীদের হাতে স্কলারশিপ চেক, সার্টিফিকেট ও অনুবাদকৃত কোরআন তুলে দেন বিশিষ্টজনেরা। হোটেল আইভরি ইন-এ আয়োজিত সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জালালউদ্দিন আহমেদ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইউএসএ-এর তাজ এণ্ড জাকির সৈয়দ ফ্যামিলি চেরিটেবিল ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার জনাব তাজ সৈয়দ ও সদস্যা মোহতারমা জাকিরা সৈয়দ । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন কমিশনের চেয়ারম্যান আহমেদ হাসান ইমরান, মোহাম্মদপুর মিলন একাদশের সম্পাদক সেখ মুহাম্মাদ কামারুজ্জামান, সহ সম্পাদক সেখ ইয়াসিন মোহাম্মদ, মালদা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এইচওডি প্রফেসর এম. মেহেদী হাসান, গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজের প্রফেসর মানাজাত বিশ্বাস, জনসেবা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির লিমিটেডের কলকাতা শাখার সভাপতি গোলাম মোহাম্মদ লাডলা, আমানত ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ শাহ্ আলম, ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর সাহিদ হোসেন সিদ্দিকী, মাওলানা রাকিব হক প্রমুখ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মেধা যাচাই পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কুলপি

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় শনিবার শুরু হয় ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা। জেলায় ১১ টি কেন্দ্রে ২৬ ০০ ছাত্রছাত্রী প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এদিন মন্দিরবাজার ব্লকের আঁচনা বয়েজ স্কুলে ৩১৫ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে নন্দনকানন নার্সারি স্কুল, নবপল্লব আদর্শ শিশু শিক্ষা নিকেতন, বিদ্যাসাগর শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, বিদ্যাসাগর শিক্ষা নিকেতন, অংকুর নার্সারি কেজি স্কুল, সোনার তরী কেজি স্কুল, সারদা মনির শিক্ষা নিকেতন, ও আচঁনা, নার্সারি কেজি স্কুল। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর শিক্ষকগণ উক্ত পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন। পরীক্ষার ইনচার্জ ছিলেন বিদ্যাসাগর শিশু শিক্ষা কাননের শিক্ষিকা আরতী হালদার ।

বাংলা পক্ষর হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বাংলা বিরোধি যেকোনও ধরনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে বরাবর সরব হয়েছে বাঙালি সংগঠন 'বাংলা পক্ষ।' এবার বাংলা পক্ষর সাধারণ সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায় হুঁশিয়ারি দিলেন হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে "একলা চলো" অপমান করায় কাপিল শর্মাকে বাংলা পক্ষ বাংলায় ঢুকতে দেবে না।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

আপনজন ■ রবিবার ■ ৩ নভেম্বর, ২০২৪

- প্রবন্ধ: ডিজিটাল যুগে ভুল তথ্য ও বিভ্রান্তি
- নিবন্ধ: পিকু কেন জেলে
- অণুগল্প: হাফটিকিট
- ছোট গল্প: অন্ধকারের রাজা
- ছড়া-ছড়ি: সততা ও মৃগনাভী

সামাজিক ন্যায়ের দাবি সংগঠিত করছে অনগ্রসর শ্রেণির মানুষদের

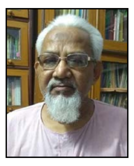

পশ্চিমবাংলায় অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ ১৯৯৪ সালে শতকরা ৫ ভাগ থেকে শুরু হয়ে ১৯৯৯ সালে বেড়ে হয় শতকরা সাত ভাগ। বঞ্চিত শ্রেণিগুলির প্রবল ক্ষোভের মুখে সংরক্ষিত পদের সংখ্যা শতকরা সতেরো হয় ২০১০ সালে কিন্তু সাতাশ ভাগ সংরক্ষণের দাবি অপূর্ণ থেকেই যায়। এমতাবস্থায় হাইকোর্টের এই আদেশ তাদের কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের সমতুল। এ নিয়ে লিখেছেন **কাজী মোহাম্মাদ শেরিফ।**

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির তালিকাভুক্ত মোট ১৮০ টি শ্রেণি/গোষ্ঠীর মধ্যে ১১৪ টি শ্রেণি/গোষ্ঠীর নাম মহামান্য কোলকাতা হাইকোর্টের এক আদেশবলে লুপ্ত হয়েছে অতি সম্প্রতি। একই সঙ্গে সরকারের বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা শতকরা ১৭ থেকে এক ধাক্কায় কমিয়ে শতকরা সাতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি। মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ এবং সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী তাদের জন্য সংরক্ষণ অন্তত শতকরা ২৭ ভাগ হওয়া উচিত। কিন্তু অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ ১৯৯৪ সালে শতকরা ৫ ভাগ থেকে শুরু হয়ে ১৯৯৯ সালে বেড়ে হয় শতকরা সাত ভাগ। বঞ্চিত শ্রেণি গুলির প্রবল ক্ষোভের মুখে সংরক্ষিত পদের সংখ্যা শতকরা সতেরো হয় ২০১০ সালে কিন্তু সাতাশ ভাগ সংরক্ষণের দাবি অপূর্ণ থেকেই যায়। এমতাবস্থায় হাইকোর্টের এই আদেশ তাদের কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের সমতুল।

দেশের সংবিধানের মূল চারটি লক্ষ্যের অন্যতম হচ্ছে ন্যায় (জাস্টিস)। সংবিধানের ব্যাখ্যায় এই ন্যায় ত্রিমাত্রিক - সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক । সংবিধানের মুখবন্ধে সে কথা গুরুত্ব সহকারে বলা আছে।

ভারতের সংবিধান দেশের ন্যায়াধিকার বা বিচার ব্যবস্থা্র উপর সংবিধান- রক্ষকের দায়িত্বাভার ন্যস্ত করেছে।

সংবিধানের রক্ষকের ভূমিকা যার উপর ন্যস্ত তার পক্ষে সাংবিধানিক লক্ষ্যের বিপরীত পথে হাঁটতে শুরু করে সামাজিক ন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করা এক বিপজ্জনক অধ্যায়ের সূচনা বলে সাধারণ মানুষ চিন্তিত । ভারতের সংবিধানে সামাজিক ন্যায়ের নির্দেশনা এমন সুদৃঢ় ভাবে প্রোথিত যে তা উপেক্ষা করার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু ভারতে অপর অনগ্রসর শ্রেণির মানুষদের সামাজিক ন্যায় পাওয়ার জন্য দশকের পর দশক নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়েছে। সাতচল্লিশে স্বাধীন হওয়া দেশ পঞ্চাশেই সংবিধান রচনা সম্পন্ন করে, এবং সাংবিধানিক নির্দেশনা মান্য করে ভারতের সংবিধানের ৩৪০ অনুচ্ছেদ অনুসারে, ২৯ শে জানুয়ারী ১৯৫৩ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশে প্রথম অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন গঠিত হয়েছিল। এটি প্রথম অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন, বা কাকা কার্লেকর কমিশন নামেও পরিচিত। সংবিধানে কমিশনের প্রতি নির্দেশ ছিল শিক্ষা এবং সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া নাগরিকদের অবস্থা অনুসন্ধান এবং অনুধাবন করে তাদের অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি হিসাবে চিহ্নিত করা এবং তাদের অবস্থার উন্নয়নে রাষ্ট্রের করণীয় এবং কর্তব্য সুপারিশ করা। কাজটি অত্যন্ত জটিল এবং কঠিন এবিষয়ে সন্দেহ নেই । এব্যাপারে গ্রহনীয় পদ্ধতি সম্পর্কে বা পিছিয়ে পড়া শ্রেণি চিহ্নিত করণের পদ্ধতি বা মাপকাঠি সম্পর্কে সংবিধানে স্পষ্ট কিছু বলা নেই। তৎসত্ত্বেও কাকা কালেলকর কমিশন ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে রিপোর্ট পেশ করে ৩০শ মার্চ ১৯৫৫ । সংসদে সেই রিপোর্ট পেশ হওয়ার পর অনগ্রসর শ্রেণি চিহ্নিত করণের পদ্ধতি এবং সুপারিশ নিয়ে নানা বিতর্কের সূচনা করা হয় এবং অহেতুক বিতর্কের সুচনা করে সমগ্র প্রক্রিয়া জটিলতর করে দেয়া হয়। সকল অনাকাঙ্ক্ষিত বাধা অতিক্রম করে সংবিধান প্রতিশ্রুত সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয় অনগ্রসর শ্রেণির মানুষদের। সেই সংগ্রাম কোন কোন সময়েয়ে রক্তাক্ত রুপও নিয়ে ছিল। বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল বহু মানুষকে, দীর্ঘ কাল কারা বন্দি থাকতে হয়েছিল একাধিক আন্দোলন কারীদের। বহু সরকারের উত্থান -পতন ঘটায় সেই সুদীর্ঘ আন্দোলন। অবশেষে, সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর, ১৯৯০ সালের সাত ই আগষ্ট তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার

সংসদে ঘোষণা করেন দ্বিতীয় অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন বা মন্ডল কমিশনের সুপারিশ মেনে কেন্দ্রীয় সরকারের বা তার অধীনস্থ সকল বিভাগের নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা সাতাশ ভাগ পদ সংরক্ষিত রাখবে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির প্রার্থী দের জন্য। এই সংরক্ষণ সম্পর্কিত সরকারি আদেশ নামা প্রকাশিত হয় তের ই আগষ্ট, ১৯৯০।

কিন্তু ঘটনার সেখানেই ইতি ঘটেনি। সেই সরকারি আদেশনামার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ সংগঠিত করে সামাজিক ন্যায় এর বিরুদ্ধ পন্থীরা। বিরোধীতা শেষ পর্যন্ত পৌঁছায় সুপ্রিম কোর্টে।

সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে সুপ্রিম কোর্টের নয়-বিচারক বিশিষ্ট এক সাংবিধানিক বেঞ্চ ১৯৯২ সালের ষোলই নভেম্বর মন্ডল কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সংরক্ষণ সম্পর্কিত ১৯৯০ সালের আদেশনামায় সিলমোহর লাগিয়ে এক যুগান্তকারী রায় দেন যা ইন্দ্র সাহনি মামলার রায় নামে সারা দেশে এখন সুপরিচিত।

সুপ্রিম কোর্টের সেই রায়ে রাজ্য সরকার গুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল প্রতিটি রাজ্যের সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষদের জন্য পদ সংরক্ষণের জন্য রাজ্য স্তরের কমিশন অথবা ট্রাইব্যুনাল গঠন করার জন্য।

তদনান্তিন পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুপ্রিম কোর্টের সেই আদেশ অনুসারে, ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য কমিশন গঠন সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করেন ।

১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রথম আদেশ নামা প্রকাশিত হয়, শতকরা পাঁচ ভাগ পদ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষিত রাখার নির্দেশ সমেত। বলাবাহুল্য অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণের প্রক্রিয়া চলতে থাকে শম্বুক গতিতে।

২০১০ সালের শুরুতে দেখা যায় তখন পর্যন্ত্য মাত্র ৬৬ টি শ্রেণি/গোষ্ঠী কে চিহ্নিত করণ সম্ভব হয়েছে এবং তাদের জন্য মাত্র শতকরা সাত ভাগ আসন সংরক্ষিত হয়েছে। এই ছেষট্টি টি শ্রেণি/গোষ্ঠীর মধ্যে মুসলিম ধর্মাবলম্বী দের সংখ্যা ছিল মাত্র এগারো/বারোটি। অবশ্য অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি রুপে তালিকাভুক্তির জন্য একশো বিয়াল্লিশ টি শ্রেনী / গোষ্ঠীর আবেদন পত্র তখনো কমিশনের কাছে পড়ে আছে ।

অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষ দের সংবিধান প্রদত্ত সংরক্ষণের আওতায় নিয়ে আসার প্রশ্নে সরকারের এই শম্বুক গতিতে কাজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করলে সরকার বাধ্য হয় দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে।

১৯০৯-১০ সালে যেখানে কমিশন ্মাত্র সাতটি আবেদন কারির শুনানি করতে পেরেছিল, ২০১০-১১ সালে কমিশন শুনানি করে পয়ষট্টি টি আবেদনের এবং সেই বছরেই সংরক্ষণের তালিকায় আরও বিয়াল্লিশ টি নাম সংযোজিত হয়। একই সঙ্গে সংরক্ষণের শতকরা ভাগ আরও দশ ভাগ বাড়ান হয় । ফলে পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের জন্য সংরক্ষণ শতকরা সতেরো হয়। দীর্ঘ কাল থেকে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকা মুসলিম ধর্মাবলম্বী দের আবেদন গুলি এই সময় থেকেই কমিশন তৎপরতার সঙ্গে বিচার করতে শুরু করে এবং বলাই বাহুল্য বঞ্চিত শ্রেণি গুলি তালিকাভুক্ত হতে থাকে।

২০১২ সালের এর মধ্যেই সংরক্ষণের আওতায় আসে মোট ১৮০ টি শ্রেণি/ গোষ্ঠী এবং একটি নতুন আইন প্রনয়ণ করে ব্যবস্থাটির আইনি ভিত সুদৃ্ঢ় করা হয়।

বলাবাহুল্য ২০১০ সাল থেকে যে শ্রেণি/গোষ্ঠী গুলি নথিভুক্ত হয় তাদের মধ্যে অল্প কয়েকটি বাদ দিয়ে বাকি সবকটিই মূসলিম ধর্মাবলম্বীদের। এই রাজ্যে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের মধ্যে মুসলিমেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সাচার কমিটির রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় তাদের শিক্ষা এবং জন উন্নয়নমূলক প্রায় সব সরকারি প্রয়াসের থেকে দীর্ঘকাল যাবত বঞ্চিত রাখার কারণে তারা সর্বাধিক পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীকালে রঙ্গরাজন কমিটির রিপোর্টএ অবস্থার আরও অবনতির চিত্র ফুটে উঠেছিল।

পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ চালু হওয়ার প্রথম প্রায় পনের বছরে বিনা কারণে অনগ্রসর শ্রেণির প্রাপ্য সংরক্ষণ থেকে মুসলিম পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় গুলিকে বঞ্চিত রাখার ফল যে তাদের পক্ষে বিষময় হয়েছিল এই কথা এখন কেউই অস্বীকার করেন না। বহুদিন ধরে বঞ্চনার শিকার হওয়া মুসলিম অনগ্রসর শ্রেণি গুলিকে ২০১০ সাল থেকে ২০১২ সালের মধ্যে দ্রুত গতিতে প্রাপ্য সংরক্ষণের আওতাভুক্ত করার ফলে বাঙালি মুসলিম সমাজের অগ্রগতির রুদ্ধদ্বার নিঃসন্দেহে খুলে গিয়েছিল। সংরক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দূরদর্শী সংবিধান প্রণেতারা দেখেছিলেন তার বাস্তবায়ন যে সম্ভব এই উপলদ্ধি পিছিয়ে পড়া সকল সমাজের মানুষ অনুভব করতে আরম্ভ করে সেই সময়ে।

কিন্তু সামাজিক ন্যায় এবং সাম্য বিরোধী রাজনৈতিক মতবাদ ঐ সময়ে দূর্বল হয়ে পড়লেও বিলীন হয়ে যায়নি । ২০১১ সাল থেকেই মুসলিম শ্রেণি/গোষ্ঠী গুলিকে সংরক্ষণের আওতাভুক্ত করার বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা শুরু হয়। মূল দাবি ছিল ২০১০ সালের পর তালিকাভুক্ত শ্রেনিগুলিকে তালিকা থেকে বাদ দেয়ার । কারন হিসাবে বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল যথা ঃ

- কেবল মাত্র রাজনৈতিক স্বার্থে সরকার ধর্মের নিরিখে বিচার করে অনগ্রসর শ্রেনীভুক্ত করেছে।

অনগ্রসরতা নির্ধারণের কোন সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন না করেই ২০১০ সালের পর থেকে তালিকাভুক্তি করা হয়েছে ইত্যাদি,ইত্যাদি।

কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই যুক্তিগ্রাহ্য কারণ প্রমাণ সহকারে পেশ করতে পারেনি। পেশ করা সম্ভব ছিলনা কারন তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের পর নিয়ম নিষ্ঠ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্বাচিত শ্রেণি/গোষ্ঠী গুলির নাম কমিশন সুপারিশ করেছিল এবং রাজ্য সরকার একমাত্র কমিশনের সুপারিশকৃত শ্রেণি/ গোষ্ঠী গুলিকেই তালিকাভুক্ত করে। উপরন্তু তালিকাভুক্ত নাম গুলিকে ২০১২ সালে আরও একবার নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ সংস্থার দ্বারা অর্থনৈতিক/সামাজিক অবস্থার পুনর্মূল্যায়ন করা হয় তুলনামূলক আনগ্রসরতা নির্ণয়ের জন্য। এই সংক্রান্ত সকল তথ্য কমিশনের কাছে আছে। বিভিন্ন সময়ে দাখিল করা যুক্তি তথ্য প্রমাণ বিহীন পিটিশন গুলি গুরুত্বহীন বিবেচনার ফলে অবহেলিত অবস্থায় হাইকোর্টে দীর্ঘকাল পড়েছিল। সে গুলিকে হঠাৎ ই খুঁজে বের করে অতিদ্রুত শুনানি এবং রায় দান করা হয় চলতি বছরের ২২ শে মে। বস্তুত তথ্য, নথী, প্রমাণের পরীক্ষা / পর্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে এই বিচার করা হয়েছে যা ন্যায় এবং বিচার, উভয় এর পরিপন্থী। এর ফলে অনগ্রসর শ্রেণির অধিকাংশ মানুষের এখন ধারনা সামাজিক ন্যায়, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার বিরোধী রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী মানুষদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ফলে সার্বিক স্তরে যে অবনমন ঘটেছে তার প্রতিচ্ছায়ার কুফল আদালতের এই ন্যায় বর্জিত রায়। তাদের মতে কোর্টের এই রায় চূড়ান্ত অবিচারের নামান্তর। সংবিধান বিশেষজ্ঞদের কাছে এই রায় সংবিধানের মূলনীতির বিরোধী। রাজ্য সরকার এই রায় মেনে নেয়নি, প্রতিকারের জন্য সর্বোচ্চ আদালতের স্মরণাপন্ন হয়েছে। অনগ্রসর শ্রেণির অনেকে পৃথকভাবে সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন পেশ করেছে এই রায়কে রহিত করার জন্য। সারা বাংলায় আন্দোলন শুরু হয়েছে এই রায়ের বিরুদ্ধে।

কিন্তু আদালতের এই ন্যায় বর্জিত বিধানের ফলে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে পিছিয়ে পড়া বাঙালি মুসলমান সমাজে। সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুফলে ২০১০ সাল থেকে বাঙালি মুস্লিম সমাজে এক নূতন যুগের সূচনা হয়েছিল। দীর্ঘকাল থেকে পিছিয়ে থাকা বাঙালি মুসলিম সমাজের সামনে উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলে দিয়েছিল সংরক্ষণ ব্যবস্থা, তার ফল স্বরূপ অল্পবিস্তর একটি শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম সমাজ তৈরি হয়েছে। তাদের অনেকের মধ্যেই এক নূতন চেতনার সঞ্চার লক্ষ্য করা যাচ্ছে এখন। এই চেতনা বাঙালি মুসলমানের সুপ্ত সত্তাকে জাগ্রত করেছে। বাঙালি মুসলমান তার দ্বিমাত্রিক সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারছে এখন। সে বুঝতে পেরেছে তার ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে মূল নিবাসী, হাজার হাজার বছর ধরে বাঙলার মাটিতে বাস করা বাঙলার আদিম অধিবাসীদের রক্ত ধারা। তার পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়েছে বাঙালির রক্ত, বাঙলা ভাষা এবং সংস্কৃতি তার চেতনার অঙ্গ, সীমান্তের এপার - ওপারে বাস করা সব বাঙালি তার আপনজন। অন্যদিকে ইসলাম তাকে দিয়েছে নৈতিকতা এবং বিশ্বাস। একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী উম্মাহর সে অবিচ্ছেদ্য অংশ, সে উম্মাহ পৃথিবীর যে প্রান্তেই বাস করুক না কেন। তার নৈতিকতা তাকে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বাঙালি মুসলমান নিঃসন্দেহে বাংলার অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির বিরুদ্ধে আদালতের রায় যে অন্যায় করেছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের নৈতিক দায় মূখ্যত তারই। এই দায় সে স্বীকার করে।

এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য ইতিমধ্যেই গড়ে উঠতে শুরু করেছে বাঙালি অনগ্রসর শ্রেণি সংগঠন। ন্যায়ের দাবিতে সংগঠিত হচ্ছে বাঙলার আপামর অনগ্রসর শ্রেণি।

বাঙলায় আর এক নতুন যুগের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে বাঙালি।

ডিজিটাল যুগে ভুল তথ্য ও বিভ্রান্তি

পাশারুল আলম

বর্তমান বিশ্বে ভুল তথ্য এবং বিভ্রান্তি ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে, যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নানা ধরনের সমস্যা তৈরি করছে। ডিজিটাল মাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ প্ল্যাটফর্মের সহজ লভ্যতার ফলে এখন সত্য এবং মিথ্যা তথ্যের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে গেছে। এ বিষয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছিল। এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট গবেষক সুমিতা যশওয়াল । এই আলোচনায় তিনি হাতে কলমে উপস্থিত ব্যক্তিদের ভুল তথ্য ও বিভ্রান্তি মূলক সংবাদ বিষয়ে আলোচনা, মিথ্যা ও ভুল তথ্য পরীক্ষা করার প্রন্থা দেখান এবং এর প্রতিকার কিভাবে করা সম্ভব সে বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রতিনিয়ত আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে নানান ধরনের ভুল তথ্য ও মিথ্যা সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের ভুল তথ্যের কারণে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এবং বৃহত্তর সমাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। সঠিকভাবে এই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে এবং মোকাবিলা করতে, আমাদের প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম ও সমালোচনামূলক চিন্তার দক্ষতা থাকা জরুরি। আসলেই ভুল তথ্য এবং বিভ্রান্তি ছড়ানো উদ্দেশ্যে সৃষ্ট সংবাদ ও তথ্যের মধ্যে মৌলিক তফাৎ রয়েছে। ভুল তথ্য হল এমন তথ্য যা ভুল হলেও ইচ্ছাকৃতভাবে ছড়ানো হয়নি, মানে এটি শেয়ারকারী হয়তো জানেই না যে এটি ভুল। অন্যদিকে, বিভ্রান্তি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর জন্য তৈরি করা হয়, যা অনেক সময় রাজনৈতিক বা আর্থিক লাভের জন্য করা হয়। এই মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দোকান খুলে বসে আছে। এই আইটি সেল গুলি মিথ্যা কনটেন্ট তৈরি করে এবং জনগণের কাছে এই মিথ্যা তথ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি আইটি সেল তৈরি করে। মুহূর্তের মধ্যে মিথ্যা তথ্যটি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এবং এতে সমাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। অনেক গবেষণা দেখিয়েছে যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুল তথ্য সত্য খবরের চেয়ে দ্রুত ছড়ায় কারণ এটি প্রায়শই মানুষের আবেগকে উত্তেজিত করতে পারে। যেমন, রাজনৈতিক বিভ্রান্তি সমাজে বিভাজন বাড়ায় এবং নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে।

এছাড়া রয়েছে ভিজ্যুয়াল বিভ্রান্তি যা ফটোশপ ও অপটিক্যাল ইলিউশনের প্রভাব সমাজে ব্যাপক আকারে পড়ে। ছবি ও ভিডিওতে ব্যবহৃত ভিজ্যুয়াল ম্যানিপুলেশন মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য সহজেই ব্যবহার করা যায়। ফটোশপ বা অন্যান্য সফটওয়্যারের মাধ্যমে ছবি পরিবর্তন করে মিথ্যা প্রমাণ উপস্থাপন করা যায়। এতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ভুল ধারণা পোষণ করতে পারে। এই ছবি ও ভিডিও মেডিকুলেশন করার জন্য সহজলভ্য অ্যাপসগুলি সকলে ব্যবহার করতে পারে। যারা একটু সিদ্ধহস্ত তারা দ্রুত এই কাজটি করে সমাজের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ায়। একদিকে বিভিন্ন অ্যাপসের সহযোগিতা অন্যদিকে এ আই প্রদত্ত কৌশল দিয়ে মিথ্যাকে সত্য প্রমাণিত করার যে প্রচেষ্টা চলছে, সেই প্রচেষ্টায় দেশের ও দেশবাসীর

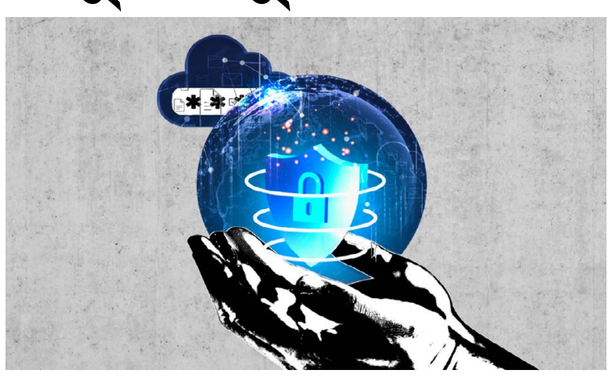

ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। একটি বিখ্যাত উদাহরণ হল “Müller-Lyer illusion”, যেখানে দুটি লাইন একই দৈর্ঘ্যের হলেও ভিন্ন মনে হয়। এমন বিভ্রম মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে সহজেই প্রতারিত করে।

ম্যানিপুলেটেড ছবি বা ভিডিওও আমাদের চোখকে এভাবেই বিভ্রান্ত করতে পারে। ভিজ্যুয়াল বিভ্রান্তি চিহ্নিত করার বিভিন্ন সরঞ্জাম রয়েছে। বিভ্রান্তিকর ছবি চিহ্নিত করার জন্য কিছু প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম খুবই কার্যকর। গুগল লেন্স বা ইয়ানডেক্সের মতো রিভার্স ইমেজ সার্চ টুল ব্যবহার করে একটি ছবির আসল উৎস বের করা যায়। এছাড়া remove.bg ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তনের মতো চিত্রের ম্যানিপুলেশন বুঝতে সাহায্য করে। যেই মোবাইল দিয়ে ম্যালেপুলেশন সংবাদ ছড়ানো হয়, সেই মোবাইলেই এই সমস্ত মিথ্যা ছবি ও ভিডিও কে যাচাই করার জন্য অ্যাপস গুলি বর্তমান।

এইগুলি দিয়ে আমরা সত্য মিথ্যা যাচাই করার প্রাথমিক কাজটুকু করতে পারি। এছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম হল InVID, যা ভিডিও ও ছবি যাচাই করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি ভিডিও বা ছবির মেটাডেটা পরীক্ষা করে এবং প্রকৃত সত্যতা যাচাইয়ে সহায়তা করে। এই টুলগুলো ব্যবহার করে, বিভ্রান্তি ছড়ানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত চিত্র শনাক্ত করা সহজ হয়।

এই সমস্ত অ্যাপসের বাইরেও সমালোচনামূলক চিন্তা এবং সচেতনতা ভুল তথ্য শনাক্ত করতে আমাদের সাহায্য করে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সরঞ্জামই নয়, বরং সমালোচনামূলক চিন্তারও প্রয়োজন। “মনোযোগ সহকারে শোনা” এবং তথ্যের উৎস ও প্রেক্ষাপট যাচাই করা মিথ্যা তথ্য বুঝতে সাহায্য করে। ফ্যাক্ট-চেকিং সংস্থাগুলি মানুষকে উৎস যাচাই করতে এবং আবেগপ্রবণ ভাষা থেকে সাবধান থাকতে উৎসাহিত করে, যা প্রায়ই যাচাই ছাড়াই মানুষের আবেগকে উত্তেজিত করে। আজকাল তো সত্য অপেক্ষা মিথ্যার প্রচলন এত ব্যাপক হয়েছে যে, এ বিষয়ে জাতীয় স্তরে রাজ্য স্তরে এমনকি আঞ্চলিক স্তরে একটি করে সংস্থা খোলা আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। যদিও মোঃ জুবের ও বিভিন্ন বড় বড় সংবাদ মাধ্যম এই ব্যবস্থা রেখেছে কিন্তু ভাইরাল হওয়া বিষয়গুলির উপরে তাদের গুরুত্ব থাকে কিন্তু স্থানীয়ভাবে যখন কোন বিষয় ছড়িয়ে পড়ে তার ওপর তেমন তাদের নজর পড়ে না। তাই স্থানীয়ভাবে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে ধীরে ধীরে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন এক সময় আটকে যেতে পারে। এই কাজে বিভিন্ন প্রেসক্লাব গুলি অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে এবং মিথ্যা সংবাদ এর কাউন্টার করে সত্য খবর জনসম্মুখে তুলে ধরতে সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে।

রাজনৈতিক বিভ্রান্তি আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলিকে প্রভাবিত করে। মিথ্যা খবর বা ম্যানিপুলেটেড ছবি ভোটারদের মতামতকে প্রভাবিত করে এবং নিজেদের পক্ষে টানার চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, এই বিভ্রান্তি গুলি সমাজে বিভাজন তৈরি করে। এ ধরনের বিভ্রান্তি প্রতিরোধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো কিছু উদ্যোগ নিয়েছে, যেমন, ভুল তথ্যের পতাকা দেওয়া বা অপসারণ করা। তবে, এটি সম্পূর্ণ সমাধান নয়। রাজনৈতিক বিভ্রান্তি ঠেকাতে সচেতনতার গুরুত্ব অপরিসীম।

এই বিষয়ে আলোচনা করার সময় আরেকটি বিষয় জনসম্মুখে তুলে ধরা বিশেষ প্রয়োজন। তা হল - আজকাল প্রায় বিভিন্ন ব্যক্তির মোবাইলে এসএমএস করা হয়। এতে বিভিন্ন রকমের প্রলোভন দেওয়া হয়। যেমন, ঋণ সংক্রান্ত, ব্যাংক সংক্রান্ত, আর্থিক সহায়তা সংক্রান্ত কিংবা লটারি সংক্রান্ত। এই ধরনের নানা প্রলোভনের সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপস ডাউনলোড করার জন্য আবেদন করা হয়। শুধু তাই নয়, সরকারিভাবে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য প্রলোভন দিয়ে লিংক সরবরাহ করা হয়। এইগুলি মানুষকে বহু ক্ষেত্রে সর্বশান্ত করে দেয়। তাই জেনুইন অ্যাপস ছাড়া অন্য কিছু ডাউনলোড করা অনুচিত। প্রতারকরা বহু সময় ওটিপি চেয়ে বসে কিংবা ডিজিটাল এরেস্ট করার ভয় দেখিয়ে মানুষকে প্রতারণা করে। এগুলি বিষয়েও সাধারণ মানুষকেই সতর্ক থাকা উচিত। ভুল তথ্য, বিভ্রান্তি ও প্রতারণা প্রতিরোধে শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যম বিষয়ে দক্ষতা বাড়ানো এবং যাচাই করণের সরঞ্জাম সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টায় মানুষকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে। বিভিন্ন রকম কর্মশালার মধ্য দিয়ে ডিজিটাল যুগে ভুল তথ্য ও বিভ্রান্তি প্রতিরোধে আমাদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং সমালোচনামূলক চিন্তার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবে। যা একটি সচেতন ও স্থিতিশীল সমাজ গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

পিকু কেন জেলে

সোনা বন্দ্যোপাধ্যায়

কাগজে-কলমে "আইন ও বিচার সবার জন্য সমান "কিন্তু বাস্তবে কি সেটা হয়? অনেকে বলেন ,"যার অর্থ আছে বিচার তার জন্য.যার অর্থ নেই বিচার তার বিরুদ্ধে"। আইন তথা বিচারব্যবস্থায় সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আস্থা রেখেই বলি,কথাটা অবশ্যই সত্য কিন্তু শুধু অর্থ নয়,লোকবল যার নেই বিচার তার বেলায়ও বিরূপ এমনকি অপরাধ যার বিরুদ্ধে হয়েছে শাস্তিও তাকেই পেতে হয়। নীচের ঘটনাটা তার প্রমাণ।

বাংলার সমাজের সঙ্গে সমগ্র দেশের একটা বিশাল ফারাক আছে।এখানকার একটা অত্যন্ত জঘন্য প্রবণতা যে,একদম কোনও লাভ ছাড়া শুধুমাত্র আনন্দ পাবার জন্য অনেকে মিলে কোনও একজন কমজোরকে কষ্ট দেয়। বিচার ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ে। কোনও এক রাস্তা দিয়ে ৩০-৩৫ বছরের তিনজন যুবক প্রায়ই তিনটে আলাদা বাইকে চড়ে পিছন পিছন যেত। সেদিন এক জায়গায় বসে তারা গল্প করছিল। ওদের একজন বলল, " একদিন চলন্ত বাইক থেকে পিকুকে এক লাথি মেরে ড্রেনে ফেলে দিবি"? বাকিরা তাতে সায় দিল।এই ধরণের কাজে মানুষ দুর্বলকেই টার্গেট করে। ১৯ বছরের "পিকু হাজরা" বাস্তবেই ছিল খুব দুর্বল। ওর বাবা-মা ছিলনা। ওকে একা পেয়ে কাকা-কাকিমা এবং তাদের ছেলেরা ওর সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহার করত। অতিষ্ঠ হয়ে, সে নিজের বাড়ি থেকে চলে এসে এখানে মামার বাড়িতে থাকত। একটা কাজও সে করত। নিজের উপার্জন থেকে কিছু টাকাও সে মামাকে দিত। তা' স্বত্বেও মামা-মামি তাকে বোঝা মনে করত।

পরিকল্পনামাফিক একদিন চলন্ত বাইক থেকে প্রথম আরোহী "লিটন ঘোষ" পিকুকে সজোরে এক লাথি মেরে পাশের ড্রেনে ফেলে দিয়ে একটা বিজয়ীর হাসি হাসতে হাসতে পালাল।পিছনের বাইক আরহীরাও হো-হো করে হেসে চলে গেল।কয়েকজন ছুটে এসে ওকে ড্রেন থেকে তুলে জল দিয়ে ধুয়ে দিল। ওর মুখে এমনকি চোখেও ড্রেনের নোংরা জল ঢুকে গিয়েছিল।জামা-প্যান্ট ড্রেনের জলে ভিজে দুর্গন্ধ ছাড়ছিল। চোট তার ভালোই লেগেছিল। কয়েক জায়গায় কেটে রক্ত বেরোচ্ছিল।পরিষ্কার হয়ে পোশাক পাল্টাবার পর মামা তাকে ডাক্তারখানায় নিয়ে গেল। ডাক্তারবাবু পিকুকে টিটেনাস ইঞ্জেকশন দিলেন সেইসঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিক আর পেইন কিলার লিখে দিলেন। তবে থানা পুলিশের ভয়ে কেসটা তাঁর ইনজুরি রেজিস্টারে লিখলেন না। মামাও ডাক্তারবাবুকে এ'জন্য চাপ দিল না।

এলাকার একজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ পিকুর মামাকে বললেন,"পুলিশে ডায়রি করুন নয়ত ভবিষ্যতে অসুবিধা হতে পারে"। কিন্তু মামা ওসব ঝামেলা করতে চাইল না। পরদিন থেকে পিকুর শরীরের নানা জায়গায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল। ডাক্তার পিকুকে অন্তত ৮-১০ দিন বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন। কিন্তু সামান্য ৩-৪ দিন বিশ্রামের পরই মামা-মামির চাপে তাকে কাজে জয়েন করতে হল।

আস্তে আস্তে সুস্থ হলেও একটা মানসিক যন্ত্রণা আর প্রতিশোধ-স্পৃহা পিকুকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। সেদিন পায়ে হেঁটে লিটন কোথাও যাচ্ছিল। দেখতে পেয়ে পিকু ওই দিকে ছুটে এসে রাস্তার ধারে পড়ে থাকা একটা তিন ফুট মত লম্বা কাটা গাছের ডাল লিটনের কাঁধে সজোরে চালাল। ভাগ্য ভালো যে, আঘাতটা মাথায় লাগেনি। লিটন চিৎকার করে উঠল। ৩-৪ জন তেড়ে এসে পিকুকে ধরে ফেলল। তাকে যে যেভাবে পারল কিল, চড় ও ঘুষি মারল। ততক্ষণে লিটনের বন্ধুরাও চলে এল।ওরাও পিকুকে মারতে লাগল। ওরা কেউ ভাবল না যে,কিছুদিন আগে পিকুকেও অন্যায়ভাবে এর চেয়ে মারাত্মকভাবে ঘায়েল করা হয়েছিল। পিকুকে আটকে রেখে পুলিশে খবর দেওয়া হল। বন্ধুরা লিটনকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। প্রথমে রাজি না হলেও লিটনের বন্ধুদের চাপে ডাক্তারবাবু এই কেসটা পিকুর নাম দিয়ে তাঁর ইনজুরি রেজিস্টারে নথিভুক্ত করলেন। এরপর বন্ধুরা লিটনকে একটা সরকারি হাসপাতালেও দেখিয়ে পিকুর নাম উল্লেখ করে আঘাতটা এন্ট্রি করালো।পিকুর বন্ধুরা জানত যে, এইভাবে একজনের বিরুদ্ধে কেস জোরদার হয়। এখান থেকে এটাই স্পষ্ট যে,লোকবল থাকলে ফৌজদারি মামলা তথা বিচার অনুকূলে নেওয়া যায় এবং প্রতিপক্ষের বিপক্ষে জোরালো কেস করা যায়।

পুলিশ এসে পিকুকে ধরে নিয়ে গেল। কয়েকজন থানায় গিয়ে পিকুর নামে ডায়রি করল। পুলিশ পিকুকে থানার লক-আপে বন্দি রেখে পরদিন কোর্টে চালান করল। আঘাতে রক্তপাত হয়নি।সেই অনুযায়ী ভারতীয় দণ্ডবিধির নির্দিষ্ট ধারায় পিকুর বিরুদ্ধে মামলা রুজু হল।ধারাটি জামিনযোগ্য হলেও মামা বা অন্য কেউ পিকুর জামিনের জন্য এগিয়ে এলো না। ফলে, বিচারাধীন বন্দি হিসাবে তাকে জেলে আটকে রাখা হল। এখানেও বোঝা যায় যে,লোকবলের অভাবে বিচারক্ষেত্রে একজন কত কোনঠাসা। এইরকম পিকুর মত আরও অনেক অভাগা বিচারাধীন বন্দি হিসাবে জেলে আটক রয়েছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো (এন.সি.আর.বি.)-র সর্বশেষ ২০২২ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে মোট বন্দির প্রায় ৭৬ % বিচারাধীন।কিন্তু এই নিয়ে ক'জন ভাবেন ?

গভীরভাবে বিচার করলে পিকু অপরাধীই নয় বরং জঘন্য অপরাধ তার বিরুদ্ধেই হয়েছে। কিন্তু আইন তো তা' বলবে না।এখানে পিকুর করা আঘাতের বিরুদ্ধে ডায়রি হয়েছে ,আদালতে এটাই বিচার্য ,পিকুর ওপর হওয়া অপরাধ বিচার্য নয়,কারণ ওটার তখন ডায়রি হয়নি। পিকুর লোকবল নেই ,তাই তার হয়ে কেউ ডায়রি করেনি। পিকু বিনা কারণে লিটনকে মারেনি,তাকে মারার প্রতিশোধ হিসাবে সে মেরেছে। আইনের ভাষায় একে বলে প্ররোচনা (প্রোভোকেশন)। এতে কেস লঘু হয়। কিন্তু কে করবে তার প্রমাণ ? ভারতীয় দণ্ডবিধির যে ধারায় মামলা রুজু হয়েছিল,তাতে শাস্তি হতে পারে এক বছরের জেল। কিন্তু পিকুর হয়ে তদ্বির করার এবং তার পক্ষে লড়বার জন্য ভালো উকিল দেবার কেউ ছিলনা। বাস্তব অভিজ্ঞতা বলছে ,এইসব ক্ষেত্রে মামলার ফয়সালা হতে দীর্ঘদিন লেগে যায়। বিচার জগতে এইরকম দৃষ্টান্ত অজস্র। দেখা যায়,ততদিনে বিচারাধীন বন্দি হিসাবেই তার কয়েক বছর জেলে কেটে গিয়েছে।হয়ত পিকুর ক্ষেত্রেও সেটাই হবে।তাছাড়া মানুষের কাছেও পিকু যথেষ্ট মার খেয়েছে।সেটাও তার একটা শাস্তি। মনুষ্য সমাজে আসল অভাগা পিকুর মত ছেলেরা। অনেক আন্দোলন দেশে হয় কিন্তু পিকুদের জন্য ক'জন ভাবেন ? কারাগারের আধুনিক এবং অলংকারিক নাম সংশোধনাগার। প্রশ্ন জাগে, আসল সংশোধনগুলো দরকার কোথায় ?

অন্ধকারের রাজা

বিচিত্র কুমার

ছোট গল্প

রাতের শেষ প্রহর। একটি ক্ষীণ হলুদ আলো গলির মোড়ে ঝুলে আছে। দৃষ্টি যতদূর যায়, চারপাশে শুধুই গভীর অন্ধকার। পুরো এলাকা যেন নিঃশব্দে শ্বাস নিচ্ছে। এখানেই বাস করে রুদ্র। শহরের এই নির্জন এলাকা, যেখানে আলো এড়ায়, মানুষ এড়িয়ে চলে, সেখানেই যেন রুদ্র তার রাজত্ব গড়ে তুলেছে। স্থানীয়রা তাকে "অন্ধকারের রাজা" নামে ডাকে, যদিও কেউ কখনও তার সঠিক পরিচয় জানে না। মানুষের চোখ এড়িয়ে, রুদ্র তার জীবনযাপন করে অদৃশ্য অন্ধকারে। রুদ্রের জন্ম হয়েছিল এই অন্ধকারের গলিতে। মা-বাবা কখনও ছিল না তার জীবনে, অথবা থাকলেও তার কোনো স্মৃতি নেই। কচি বয়স থেকেই বাঁচার তাগিদে পথে পথে ঘুরতে হয়েছে, হাত পেতে ক্ষুধার শান্তি খুঁজেছে। একসময়, অন্যদের মতো সে-ও বুঝে গেল, এই পৃথিবীতে ভালোবাসা কেবল একটি শব্দ, কিন্তু বাঁচতে হলে শক্তি আর বুদ্ধির প্রয়োজন। আর তাই, রুদ্রের পথ হয়ে উঠল শক্তির অন্ধকার রাজত্ব। ছোটবেলায় রুদ্রের একমাত্র বন্ধু ছিল তার ছায়া। রাত্রির গভীরে যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে, রুদ্র তখন একা একা ছায়ার সঙ্গে কথা বলত। ছায়া তাকে বুঝতে পারত, তার কষ্ট, তার রাগ, তার ভালোবাসাহীন জীবন সব কিছু। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, সেই ছায়া যেন বাস্তব হয়ে উঠল। রুদ্র বুঝতে পারল, এই অন্ধকারই তার সত্যিকারের আশ্রয়। মানুষ তাকে ছেঁটে ফেলেছিল, কিন্তু অন্ধকার তাকে নিজের কোলের মধ্যে ঢেকে রেখেছিল। রুদ্র তার ছায়ার সঙ্গেই বাঁচতে শিখল, অন্ধকারেই নিজের পৃথিবী গড়ে তুলল।

রুদ্রের রাজত্ব ছিল মানুষের চোখের আড়ালে, কিন্তু তার প্রভাব ছিল শহরের প্রতিটি কোণে। ছোটখাটো গ্যাং, অপরাধী চক্র, সবকিছুই তার নজরে। কেউ জানত না যে, এই রহস্যময় "অন্ধকারের রাজা" হলো সেই ছেলেটি, যে একসময় পথে পথে ভিক্ষা করত। রুদ্র নিজের বুদ্ধি আর সাহস দিয়ে অপরাধের জগতের এক প্রভাবশালী নাম হয়ে উঠল। তার হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না, ছিল কেবল ভয়। এই ভয়ই তাকে অদম্য করে তুলেছিল। শহরের অপরাধ জগতে তার নাম উচ্চারণ করতেই সবার গা শিউরে উঠত। কিন্তু অন্ধকারের রাজাও কি কখনও সত্যিকারের আলো দেখতে পায়? এই প্রশ্নই বারবার রুদ্রকে তাড়া করে বেড়ায়। একসময়, তার মধ্যে সন্দেহ জন্মায়। সে নিজের জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখে– অন্ধকারের এই রাজত্ব কি সত্যিই তাকে শান্তি দিয়েছে? নাকি আরও গভীর অন্ধকারে টেনে নিয়ে গেছে? রুদ্রের ভেতরে এক ধরনের যুদ্ধ শুরু হয়। সে বুঝতে পারে, সে এই অন্ধকার থেকে পালাতে চায়। কিন্তু কীভাবে পালাবে?

একদিন, রুদ্র সিদ্ধান্ত নেয়, সে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু এতো সহজ নয়। তার ছায়া, তার সেই একমাত্র সঙ্গী, তাকে ছাড়তে চায় না। ছায়া বলে, "তুই আমার সঙ্গে থাকবি, তুই কখনও আলোতে যেতে পারবি না। তুই অন্ধকারের রাজা, আর তোর জায়গা এটাই।"

রুদ্র ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে। বাস্তব জীবনের লড়াইয়ের চেয়ে এই লড়াই আরও কঠিন। এ লড়াই নিজেকে হারিয়ে ফেলার। অন্ধকারের গভীরে ডুবে গেলে সেখান থেকে বের হওয়া সহজ নয়।

এরপর একদিন, একটি ঘটনা ঘটে যা সবকিছু বদলে দেয়। শহরের এক ছোট ছেলেকে কিডন্যাপ করা হয়। সেই ছেলেটির মা রুদ্রের কাছে আসে সাহায্যের জন্য। তিনি জানেন, রুদ্র অন্ধকারের রাজা, কিন্তু হয়তো তার মধ্যে কোথাও একটু মানবিকতা আছে। রুদ্র প্রথমে সাহায্য করতে অস্বীকার করে। কিন্তু ছেলেটির মায়ের কান্না, তার বাচ্চাটিকে ফিরে পাওয়ার আকুতি, রুদ্রকে ভেতর থেকে নাড়া দেয়। এই ঘটনাই রুদ্রের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সে সিদ্ধান্ত নেয়, এবার তাকে পরিবর্তন করতে হবে। সে বুঝতে পারে, অন্ধকারের রাজা হয়েও, তার ভেতরে এখনো কিছু আলো বাকি আছে, যা তাকে আবার মানুষ হিসেবে বাঁচার সুযোগ দিতে পারে।

রুদ্র তার সব শক্তি দিয়ে ছেলেটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। কিন্তু ততক্ষণে রুদ্রের পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে। অন্ধকার জগতের সবাই জেনে গেছে, রুদ্র তাদের সঙ্গে আর নেই।

এই গল্পের শেষে, রুদ্র অন্ধকারের রাজ্য ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু ছায়া তাকে শেষ মুহূর্তেও ছাড়তে চায় না। ছায়া তার পিছু নেয়, বারবার তাকে অন্ধকারে টেনে নিতে চায়। কিন্তু রুদ্র এবার জানে, সে কোন পথে যাবে। সে নিজের ছায়াকে ছাড়িয়ে, সেই অন্ধকার ছেড়ে আলোর পথে পা বাড়ায়।

গল্পের শেষ দৃশ্য। রুদ্র হেঁটে যাচ্ছে শহরের আলোকিত পথে। তার পেছনে ছায়া আছে, কিন্তু এবার রুদ্রের ভেতরে সেই অন্ধকারের ভয় নেই।

হাফটিকিট

শংকর সাহা

আজও বল্টু হেড স্যারের ঘরে যায় অভিযোগ নিয়ে সবাই যে তাকে হাফটিকিট বলে ডেকেছে। তারও একটি নাম আছে বল্টু বিশ্বাস সেটি সে তার ক্লাসের সবাইকে বার বার বলেও কোনো লাভ হয়নি। হেড স্যর এর আগে এইজন্যে কয়েকজনকে কঠিনভাবে শাস্তিও দিয়েছিলেন তাকে হাফটিকিট বলে ডাকার জন্যে। আসলে লেখা পড়ায় মেধাবী, ভদ্র, নম্র স্বভাবের ছেলে বল্টুর দৈহিক উচ্চতাটিই একটু ছোটো। কিন্তু তাই বলে প্রতিদিন ক্লাসে তাকে নিয়ে অন্যদের রসিকতা মোটেও কাম্য না!

বল্টু তার মাকে প্রায় জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা মা, লম্বা আমি কবে হবো? প্রতিদিন সবার ওই ঠাট্টা আমার আর ভালো লাগেনা। ' মাথায় হাত বুলিয়ে মা হেসে বলেন, 'ওরে, সময় হলে তুইও লম্বা হবি। আর দেখার মধ্যে কিছুই এসে যায়না। ভালো করে মন দিয়ে লেখাপড়া কর একদিন এই বন্ধুরাই তোর দিকে চেয়ে দেখবে' সে ঠিক আছে কিন্তু ওরা যে? ' মায়ের কোলে মাথা দিয়ে বল্টু অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে।

সেদিন স্কুলে প্রার্থনার পরে হেড স্যর সবাইকে ডেকে বললেন আজ স্কুলে টিফিনের পরে স্কুল পরিদর্শক মহাশয় আসবেন। স্কুলে কেমন পড়ানো হচ্ছে ওনি যাচাই করবেন। এতে স্কুলের সম্মান জড়িয়ে আছে। বল্টু একমনে স্যরের কথাগুলো শোনে। টিফিন শেষ হতেই দুটো গাড়ি স্কুলের ভেতরে আসে। গেট খুলে তিনজন হেড স্যরের রুমে চলে যান সোজা। অন্য স্যরেরা সবাইকে বলে দিয়েছেন ওনারা প্রশ্ন করলে সবাই যেন ঠিক উত্তর দেন। ঘড়ির কাঁটায় তখন বিকেল তিনটে। স্কুল পরিদর্শক মহাশয় ক্লাস ফাইভে অর্থাৎ বল্টুদের ক্লাসে আসেন। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করেন। দরজায় সামনে দাঁড়িয়ে হেড স্যর, ভবতোষ স্যরেরা দাঁড়িয়ে আছেন। স্কুল পরিদর্শক মহাশয় ভূগোলের ম্যাপ থেকে একটি প্রশ্ন করেন স্কুলেরই প্রেসিডেন্ট অনিলবাবুর ছেলে মোহনকে। কিন্তু মোহন কোনো উত্তর দিতে পারেনা। পর পর অন্য চারজনকে জিজ্ঞেস করলেও কেউ সঠিক উত্তর দিতে পারেনা। হেড স্যরের মুখ শুকনো হয়ে আসে। এমন সময়ে বল্টু হাত তোলে। স্কুল পরিদর্শক মহাশয় বল্টুকে জিজ্ঞেস করেন। বল্টু সঠিক উত্তর দেয়। এরপর কখনো ইতিহাস কখনো বিজ্ঞান থেকে যা যা প্রশ্ন করেন সব ঠিকঠাক উত্তর দেয় বল্টু। স্কুল পরিদর্শক মহাশয় বল্টুর পিঠে হাত দিয়ে বলেন, ' কি নাম তোমার? বেশ সুন্দর উত্তর দিলে তো?'

বল্টু স্কুল পরিদর্শক মহাশয়কে প্রণাম করে বলেন, ' আমার নাম বল্টু বিশ্বাস। ' পাশে হেড স্যর, ভবতোষবাবু হাততালি দিতে থাকেন।

স্কুল পরিদর্শক মহাশয় হেডস্যারের দিকে তাকিয়ে বলেন, ' এই ছেলে একদিন কিন্তু আপনাদের স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করবে '

হেড স্যর বল্টুর পিঠ চাপড়ে বলেন,' সাবাশ বল্টু!'

স্যরেরা বেরিয়ে গেলে ক্লাসের সবাই এগিয়ে আসে বল্টুর দিকে। মোহন বল্টুর হাত ধরে বলে, ' আমরা আর কেউ তোকে হাফটিকিট বলবো না রে।তুই আমাদের বন্ধু বল্টু।'

বল্টুর চোখ জলে ভরে আসে। আজ মায়ের কথাগুলো খুব মনে পড়ছে তার ক্লাসের সবাই হাততালি দিতে থাকে।

শুকনো পাতা

রমি রেজা

মর্মর শব্দে ঝরে পড়ে অদূরে
একটি শুকনো পাতা
হঠাৎ কোথা থেকে তা
পরে এসে আমার পায়ের কিনারে।
গলির একপাশে জীর্ণ পাতাগুলো জমে
ব্যাধি হয়ে ধরা দেয় তা হৃদয়ের কোণে।
ক্লান্ত দুপুর গড়িয়ে যায় হিমেল সন্ধ্যায়
মন জুড়িয়ে থাকে শত শত বিষন্নতায়।

ধুলো মাখা পথ
প্রতিদিন যাই তাতে কত শত শব।
পৃথিবীর অন্ধকার গলি বেয়ে
একদিন হয়তো নিয়ে যাবে,
না ফেরার দেশে আমারে
সেদিন হয়তো থাকবো না আমি
শুধু থাকবে সেই শুকনো পাতাখানি
আর থাকবে প্রকৃতির সৌন্দর্যের খনি।
দুপুরের ঘুঘুটা তখনও ক্লান্তিহীনভাবে
মাঠের কিনারাতে বসে ডেকে যাবে।
আর বাংলার বাতাস তখনো মুখরিত হবে
অচেনা দুজনের ভেসে আসা কথাতে।

আসবে

মিরাজুল সেখ

দক্ষিণের দরজা খুলে রেখে দাও
চুপ করে থেকে যাও বেলা শেষেও
নেমে আসুক আঁধার -----
মুছে যাক----
ইতিহাস লেখা দেওয়াল
বন্ধ রেখে কান আরেকটু চুপ থাকো
বৃষ্টি শেষে মেদুর আকাশে উড়ে যাক
পাখি ফড়িং প্রজাপতি ----
শুধু দেখে যাও
শুনে যাও চুপ করে প্রতিহত বাক্য
শূন্যতার খোলসে আরেকটু থাকো
শরৎ কিংবা বসন্তের জ্যোৎস্না রাতে
হঠাৎ করে আসবে ,
আলোর মিছিল হয়ে ।

ছড়া-ছড়ি

অসহায় মা বাবা

মোঃ আলামিন বিশ্বাস

বিদ্যালয়ে কি করতে নিয়েছো,
তুমি এতো এতো শিক্ষা?
যদি না দিতে পারো তুমি,
ভিখারিকে দু মুঠো ভিক্ষা।
শিক্ষক চিকিৎসক হয়ে কি লাভ?
মা-বাবা যদি না পাই ভাত!
ছেলে মেয়েরা বাবা-মাকে,
করে কেন এতো আঘাত?
ছেলে মেয়েরা যায় চেপে,
বড়ো মোটর গাড়ি।
ঘরে নেই আবার মায়ের,
ভালো পড়বার মতো শাড়ি!
আজ ছেলে মেয়েরা গাড়িকে,
জল দিয়ে করাচ্ছে স্নান,
অথচ মা-বাবার ঘরে জল নেই,
যে বাঁচাবে তারা নিজেদের প্রাণ!
টাকা দিয়ে কিনছে শুধু,
ছেলে মেয়েরা অট্টালিকা আর গাড়ি।
থাকবার মত মা বাবার,
নেই যে কোন আপন বাড়ি!
শেষ বয়সে মা-বাবার,
ঠিকানা কি বৃদ্ধাশ্রম?
রাখতে যখন যাও তোমরা,
লাগে না বুঝি শরম।

ভাইফোঁটা

সংগ্রাম সাহা

ভাইয়ের কপালে ফোঁটা
যম দুয়ারে কাঁটা
এই না হলে কি আর
জমে ভাইফোঁটা।
যত দূরে থাক
বোন আর ভাই
আজকের এই দিনে
ফিরে আসা চাই।
যমুনার ফোঁটা পেয়ে
যম অমর চিরদিন
এ যুগেও বোনেরা চায়
ভাই থাকুক অমলিন।

সততা ও মৃগনাভী

আবদুল মুকিত মুখতার
(লন্ডন থেকে)

যে যার মতো উক্তি করে
শুনতে লাগে কষ্ট
সমাজটা নাকি হয়ে গেছে
এক্কেবারেই নষ্ট।
দুনীর্তিবাজের কবলে নাকি
দেশটা আবার জব্দ
সুদীর্ঘ যুগের গল্প তাহা
নাই কারো টু শব্দ।
হাটে ঘাটে মাঠে ময়দানে
শুধুই তৎপর সিন্ডিক্যাট
একে অন্যকে বিক্রি করে
লাগে না কোন ট্যাক্স ভ্যাট।
আইন–শৃঙ্খলা বাহিনী কিম্বা
সচিব পাড়ার ঠেলা ঘষা
পাটা শিলের মধ্যে যেমন
জনসাধারণের মরণ দশা।
ঘরে বাইরে পাড়া মহল্লায়
সবাই করে সিন্ডিক্যাট
দালাল চক্রের দখলে দেশ
সর্বত্র পাতা তাদের নেট।
মধ্যস্বত্বভোগির ভোগির হাতে
সমস্ত দেশ জাতি
দীন মজুরের মরণ দশা
ডুকরে কাঁদে দিবস রাতি।
জাতির দশা কি হবে যে
পাই না ভেবে কূল কিনারা
হায়নারও একটা ধর্ম আছে
অন্যকে দেয় না আশকারা।
গুজবের উপর ভিত্তি করে
সমাজটা এখন বিদ্যমান
কখন জানি পড়বে খসে
কাফন দাফন ছাড়া শ্মশান।
প্রোপাগান্ডা আর গুজব শুধু
মুখে মুখের গল্প
সততা এখন মৃগনাভী
পাওয়া যায় অতি অল্প।
সহস্র হরীণ শিকার করলে
একটা মিলে কস্তুরী
তাও আবার ভিন্ন জাতের
পাহাড়ে লুকানো দস্তুরি।
সত্য যদি লুকিয়ে থাকে
এই সমাজরে আড়ালে
মানুষ কেমনে মানুষ হবে
অন্ধকার না তাড়ালে?

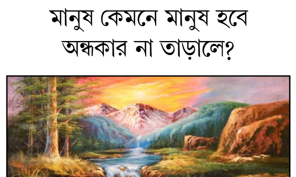

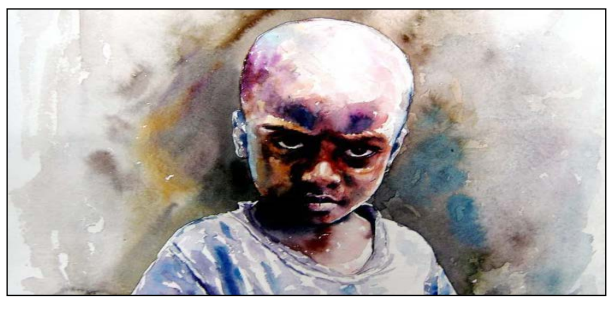

ময়লা

মুস্তাফিজুর রহমান

আমি আধুনিক, আমি সেরা,
আমি সবার বড়ো সর্বসেরা।
আমার উন্নত পোশাক, উন্নত বাড়ি,
আমার বেপরোয়া চলাফেরা উন্নত গাড়ি।
আমার জামাই কোনদিন দাগ লাগেনি,
আমি জামা প্রেশ ছাড়া কভু পরিনি।
আমি সমাজের উঁচু নেতা,
কেও না মানলেও আমি হোতা।
আমার চরিত্রে নেই কভু কালি,
কিন্তু নিজে জানে কতটা জালি।
হাঁ,
এই লোক গুলো সমাজের চোখে পরিস্কার,
যদিও কথায় কাজে সদা ফলায় অহংকার।
এই লোক গুলো সমাজের ময়লা
সমাজ কি জানে?
অন্তত যাদের বিদ্বেষে ভরা মানবতার,
চলে ভেক ধারী সম্মানে।
রাস্তার ধারে দেখিয়াছো শিশু
গায়েতে নেই জামা,
ধুলোই সে তার আনা গনা,
সে নিস্পাপ, সেই খাঁটি।
যদিও তার নেই কোন পরিপাটি,
সমাজ এদের কে দেখে না,
এদের কে ময়লা, নোংরা বলে সম্মোধন করে।
যদিও নোংরা, ময়লা অন্তরের ব্যপার,
সেটা কয়জন জানে?

কবি ঘুমালো চিরনিদ্রায়'

সোহরাব হোসেন

হ্যাঁ আমি নিরব! আমার নিরবচ্ছিন্ন নিরবতা লগ্নে -
খাটিয়াতে পরে থাকা আমি একটি মৃত লাশ,
লাশের গন্ধের বেষ্টনীতে বেশ আবদ্ধ সেথায় ।
লাশের চারপাশে পায়চারি শতশত জনতা,
ভিষণ একাকী নিরবতা ঘিরে ধরেছে আমায়।
যদিও আপনজনেরা আপন শোকেই কাতর,
হঠাৎ মৃত্যুতে হতভম্ব পরিচিতরা চুপসে যেন পাথর!
কেউ কেউ বলছে কবি ঘুমালো চিরনিদ্রায় ।
আমার দ্রোহগুলো সদর্পে ঘুরে থেমে যাচ্ছে নিরবে,
প্রথিত প্রসংশারা একটু একটু করে ডুবে নিমজ্জিত,
আমি যাচ্ছি চিরতরে তবে থেকে যাচ্ছি কাব্যিক মনে ;
আমার নিরব বিদায়ে কারো ক্ষতি হোক বা না হোক -
আমার জীবন সঙ্গীনি/প্রিয়তমা হয়ে যাবে একাকী !

মেসি-নেইমার পুনর্মিলনীতে বাধার কথা বললেন মার্তিনো

আপনজন ডেস্ক: প্রায় এক বছরের বেশি সময় পর চোট কাটিয়ে মাঠে ফেরার পর থেকেই আলোচনায় নেইমারের দলবদল। এ মৌসুম শেষেই ২০২৫ সালের জুনে আল হিলালের সঙ্গে দুই বছরের চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে নেইমারের। তবে এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে তাঁর দলবদল প্রসঙ্গে আলোচনা।
সম্প্রতি নেইমারের তাঁর শৈশবের ক্লাব সান্তোসে ফিরে যাওয়ার কথা শোনা গেছে। সেই আলোচনা থামার আগে এবার শোনা যাচ্ছে তাঁর ইন্টার মায়ামিতে যাওয়ার কথা। বিশেষ করে মায়ামিতে ২ কোটি ৬০ লাখ ডলারে বাড়ি কেনার পর থেকে এই আলোচনা ডালপালা মেলেছে। ধারণা করা হচ্ছে, এর মধ্য দিয়ে মায়ামিতে আবার মেসি-নেইমার পুনর্মিলনীর দেখা মিলবে।
নেইমারের সঙ্গে লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজের বন্ধুত্বের কথা কারও অজানা নয়। বার্সেলোনায় একসঙ্গে খেলার সময়ই প্রগাঢ় হয় এই ত্রয়ীর বন্ধুত্ব। ক্লাব বদলে একেকজন একেক জায়গায় যাওয়ার পরও বন্ধুত্বে ফাটল ধরেনি। বিভিন্ন সময়ে একসঙ্গে ভ্রমণে যেতেও দেখা গেছে তাঁদের। এমনকি মেসির বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যাওয়ার ক্ষেত্রেও ভূমিকা ছিল নেইমারের। এসব দিক বিবেচনায় নেইমারের আবারও মেসি-সুয়ারেজদের সঙ্গে খেলার বিষয়টি একেবারে আকাশ-কুসুম কল্পনা নয়।
নেইমারের মায়ামিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন ইন্টার মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনোও। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন, ‘এখন কারও মায়ামিতে বাড়ি কেনার মানেই কি এখানে খেলতে আসা?
তবে মেসিসহ ছেলেরা এখানে আছে, যেকোনো কিছুই হতে পারে। আমি যা ভাবতে পারি না, সেটা হলো, যদি লিগ তার বেতনসীমার বিষয়ে আরও নমনীয় না হয়, তবে এটি কীভাবে পরিচালিত হবে?’
সংবাদমাধ্যমে লেখালেখি করলেই যে বিষয়টি বাস্তবায়ন হয়ে যাবে, তা-ও মনে করেন না মার্তিনো। এমএলএসের কঠিন নিয়মের কথা মনে করিয়ে দিয়ে মার্তিনো আরও বলেছেন, ‘বাস্তবতা হচ্ছে এমএলএসের নিয়ম বেশ কড়া এবং এগুলো ভাঙা যায় না। যদি না তারা নিয়ম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। আজকের হিসাবে এটা অসম্ভব (নেইমারকে দলে টানা)। ফলে এই আলাপের কোনো ধারাবাহিকতা নেই।’
সাম্প্রতিক এসব আলোচনা বলছে, সামনের দিনগুলোয় নেইমারের দলবদলের আলোচনা নতুন রোমাঞ্চ নিয়ে হাজির হতে পারে। তবে শেষ পর্যন্ত অবশ্য নেইমারের ভবিষ্যৎ কী হবে, সেটা জানতে মৌসুমের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

এক ম্যাচে ওভারে ৩৭ রান, আরেক ম্যাচে ৩৬ বলের মধ্যে ২০টিতেই ছক্কা

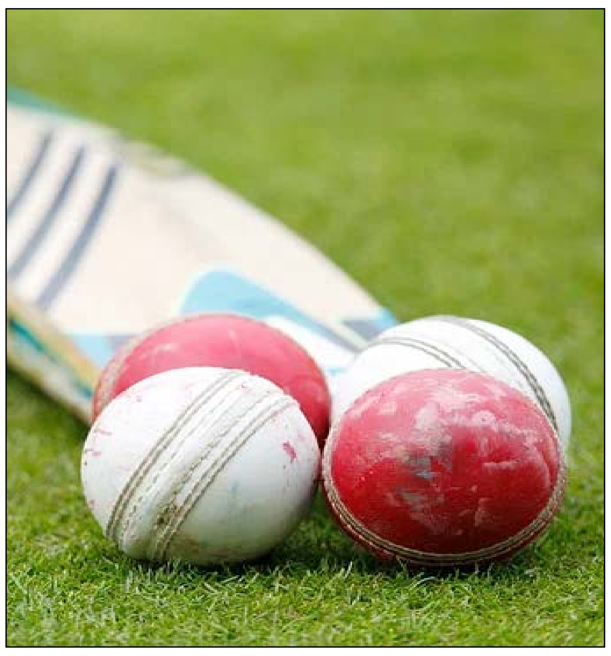

আপনজন ডেস্ক: ২০ ওভারের খেলা টি-টোয়েন্টিতেই ব্যাটসম্যানরা ঝড় তোলেন প্রতিনিয়ত। আর খেলাটা যদি হয় ৬ ওভারের, তাহলে যে কী হবে, সেটা ভেবে দেখুন তো!
হংকংয়ে চলছে সুপার সিক্স’স প্রতিযোগিতা। সেখানে ব্যাটসম্যানদের ছক্কার ঝড়ে দিশেহারা বোলাররা। এই টুর্নামেন্টের এক ম্যাচে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার রবিন উথাপ্পার এক ওভারে ৩৭ রান নিয়েছেন ইংল্যান্ডের রবি বোপারা। আরেক ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ছক্কায় ভাসিয়েছে ওমান। ৩৬ বলের ম্যাচের ২০ বলেই ছক্কা মেরেছেন ওমানের ব্যাটসম্যানরা।
ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে দলটির অধিনায়ক উথাপ্পার ওভারের প্রথম ৫ বলে টানা পাঁচটি ছক্কা মারেন বোপারা। টানা ছয় ছক্কা যাতে না হয়, সেটি ভাবতে ভাবতে উথাপ্পা ষষ্ঠ বলটি ওয়াইড করে বসেন। তবে শেষ রক্ষা অবশ্য হয়নি। পরের বলেই আবার ছক্কা মেরে বসেন হংকং সিক্স’স-এ ইংল্যান্ড দলকে নেতৃত্ব দেওয়া বোপারা। ১৪ বলে ৮ ছক্কায় ৫৩ রান করে ‘আহত অবসর’ নেন বোপারা। এই রান করার পথে টানা ৮টি ছক্কা মারেন তিনি। ইংল্যান্ডের আরেক ব্যাটসম্যান সামিত প্যাটেল ১৮ বলে করেন ৫১ রান। ৬ ওভারে সব মিলিয়ে ১ উইকেটে ১২০ রান করে ইংলিশরা। ভারত ৬ ওভারে ৬ উইকেটে তুলতে পারে ১০৫ রান।
এর আগে আরেক ম্যাচে ইংল্যান্ড মুখোমুখি হয়েছিল ওমানের। ম্যাচটিতে আগে ব্যাটিং করে ওমান কোনো উইকেট না হারিয়ে ১৫৯ রান তোলে। দলটির দুই ব্যাটসম্যান ‘আহত অবসর’ নেন। যে চারজন ব্যাটসম্যান ব্যাটিং করেছেন, তাঁরা মিলে মারেন ২০টি ছক্কা। এ ছাড়া ৬টি চার মারেন তাঁরা। ইংল্যান্ড এর জবাবে ৪ উইকেটে ৯২ রানই শুধু করতে পেরেছে।

নিউজিল্যান্ড ভারতের থেকে এগিয়ে ১৪৩ রানে

আপনজন ডেস্ক: প্রথম দুই টেস্ট জিতেই ‘ভারত-দুর্গ’ জয় করেছে নিউজিল্যান্ড। এক যুগের মধ্যে প্রথম দল হিসেবে টেস্ট সিরিজ জিতেছে ভারতে। মুম্বাইয়ে তৃতীয় টেস্টে কিউইদের সামনে আরও বড় কীর্তির হাতছানি, এবার সুযোগ ভারতের মাটিতে ভারতকে ধবলধোলাই করার। ২০০০ সালে একমাত্র দল হিসেবে ভারতকে ওদেরই মাটিতে ধবলধোলাই করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে সেটি ছিল দুই ম্যাচের সিরিজ। প্রথম দল হিসেবে ভারতে ভারতকে তিন ম্যাচের সিরিজে নিউজিল্যান্ড ধবলধোলাই করতে পারবে কি না, সেটি আগামীকালই জানা যাবে। আবহাওয়া হঠাৎ বিগড়ে না গেলে এটি নিশ্চিত মুম্বাই টেস্ট শেষ হচ্ছে তৃতীয় দিনেই। আজ দ্বিতীয় দিনটা নিউজিল্যান্ড শেষ করেছে ৯ উইকেটে ১৭১ রান নিয়ে, এগিয়ে গেছে ১৪৩ রানে। এজাজ প্যাটেল ও উইলিয়াম ও’রুর্ক আর কত রান এনে দিতে পারেন নিউজিল্যান্ডকে, সেটিই দেখার বিষয়। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টেস্টে এর আগে পাঁচবার রান তাড়া করতে নেমে ভারত জিততে পেরেছে মাত্র একবার, হেরেছে তিনবার, ড্র করেছে একবার। ১৯৮৪ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়টা এসেছিল আবার মাত্র ৪৮ রানের লক্ষ্য পেরিয়ে। অন্য চারটি ম্যাচেই অবশ্য লক্ষ্যটা ২৪০ রানের বেশি ছিল।
নিউজিল্যান্ডকে বিরল কীর্তি গড়ার আশা দেখাচ্ছে এই সিরিজে ভারতের ব্যাটিং। মুম্বাই টেস্টেই এই সিরিজে প্রথমবার প্রথম ইনিংসে লিড পেলে এবারও ব্যাটিংটা ভালো হয়নি ভারতের। গতকাল বিকেলে ৮ বলের মধ্যে ৩ উইকেট হারানো দলটি আজও ব্যাটিং ধসের শিকার।
৪ উইকেটে ৮৪ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন শুরু করা দলটি আর কোনো উইকেট না হারিয়েই পৌঁছে যায় ১৮০ রানে। ইশ সোধির রং আনে এলবিডব্লু হলে ভাঙে গিল-পন্তের ৯৬ রানের জুটি, ভারতের ইনিংসের শেষের শুরুও তাতে। ১৮০/৪ থেকে ২৬৩/১০, ৮৩ রানে শেষ ৬ উইকেট হারায় দলটি। ৫৯ বলে ৬০ রান করেছেন পন্ত। শুবমান গিল ১৪৬ বলে করেন ইনিংস সর্বোচ্চ ৯০ রান। শেষ দিকে ওয়াশিংটন সুন্দর ৩৬ বলে ৩৮ রান করেন। তাতেই ২৮ রানের লিড পায় ভারতীয়রা।
মুম্বাইয়ে খেলা নিউজিল্যান্ডের সর্বশেষ টেস্টে ইনিংসে ১০ উইকেট নিয়ে ইতিহাস গড়া বাঁহাতি স্পিনার এজাজ প্যাটেল এবার পেয়েছেন ৫ উইকেট। নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে প্রথম ওভারে ২ রান তুলতেই হারায় অধিনায়ক টম ল্যাথামকে। পেসার আকাশ দীপ বোল্ড করে দেন তাঁকে। এরপর মোটামুটি নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়েছে দলটি। ম্যাট হেনরিকে রবীন্দ্র জাদেজা বোল্ড করতেই শেষ হয় দিনের খেলা। জাদেজা নিয়েছেন ৪ উইকেট, রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৩ উইকেট। নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে সর্বোচ্চ ৫১ রান করেছেন উইল ইয়াং।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
নিউজিল্যান্ড: ২৩৫ ও ৪৩.৩ ওভারে ১৭১/৯ (ইয়াং ৫১, ফিলিপস ২৬; জাদেজা ৪/৫২, অশ্বিন ৩/৬৩)।
ভারত ১ম ইনিংস: ৫৯.৪ ওভারে ২৬৩ (গিল ৯০, পন্ত ৬০, সুন্দর ৩৮*, জয়সোয়াল ৩০; প্যাটেল ৫/১০৩)।
(২য় দিন শেষে)

টেস্টে ভারতীয় ক্রিকেটারদের শূন্যের বন্যা নতুন করে ভাবাচ্ছে

আপনজন ডেস্ক: ওয়াংখেড়ে টেস্টে ৪ উইকেটে ৮৬ রান নিয়ে গতকাল প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছিল ভারত। আজ দ্বিতীয় দিনে নিজেদের প্রথম ইনিংসে মোট ২৬৩ রান করে অলআউট হয় রোহিত শর্মার দল। নিউজিল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংসে ২৩৫ রানে অলআউট হওয়ায় নিজেদের প্রথম ইনিংস শেষে ভারত ২৮ রানের লিড পেয়েছে।
তবে লিড পাওয়া নয়, আকাশ দীপের আউটে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হওয়ার মাধ্যমে এক অনাকাঙ্খিত ‘কীর্তি’ গড়েছে ভারত। ভারতের ইনিংসে আকাশ দীপ ছিলেন শূন্য রানে আউট হওয়া তৃতীয় ব্যাটসম্যান। আর পুরো সিরিজ ধরলে ১৩তম।
পরিসংখ্যান বলছে, তিন বা তার চেয়ে কম ম্যাচের টেস্ট সিরিজে এই প্রথম ভারতের ব্যাটসম্যানরা ১৩ বার শূন্য রানে আউট হলেন। যদিও শূন্যের সংখ্যাটা ১৩-তেই থামার নিশ্চয়তা নেই। কারণ, দ্বিতীয় ইনিংস এখনো বাকি।
বেঙ্গালুরুতে নিউজিল্যান্ডের ৮ উইকেটে জয়ের প্রথম টেস্ট থেকে শুরু করা যাক। সে টেস্টে ভারতের প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে আউট হন ৫ জন। দ্বিতীয় ইনিংসে সংখ্যাটা কমে আসে–২ জন আউট হন শূন্য রানে।
এরপর পুনেতে নিউজিল্যান্ডের ১১৩ রানে জয়ের দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে আউট হন দুজন, দ্বিতীয় ইনিংসে একজন। এবার ওয়াংখেড়েতে ভারতের প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে আউট হয়েছেন আকাশ দীপসহ তিনজন।
অন্য দুজন সরফরাজ খান ও মোহাম্মদ সিরাজ। তিন বা তার চেয়ে কম ম্যাচের টেস্ট সিরিজে এর আগে ভারতের সর্বোচ্চ ১২ জন ব্যাটসম্যান শূন্য রানে আউট হয়েছেন। ১৯৭৪ সালে সেটি ছিল ইংল্যান্ডের মাঠে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ।
এরপর মাঝে ১৯৯৯-২০০০ বোর্ডার-গাভাস্কার সিরিজ এবং ২০২১-২২ মৌসুমে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজে ভারতের ১০ জন ব্যাটসম্যান শূন্য রানে আউট হন। দুটি ম্যাচই ছিল তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ।
কিউইদের বিপক্ষে প্রথম দুই ম্যাচ হেরে সিরিজ খোয়ানো ভারত ওয়াংখেড়েতে ধবলধোলাই এড়াতে লড়ছে।
দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় সেশন পর্যন্ত ম্যাচের যে গতি-প্রকৃতি, তাতে ফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে কে জিতবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। প্রথম ইনিংসে ২৮ রানে পিছিয়ে থাকা নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে চা-বিরতি পর্যন্ত ১ উইকেটে ২৬ রান তুলেছে।

সুন্দরবনে ডিঙি বাইচ ও ডোঙা বাইচ প্রতিযোগিতা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন ডেস্ক: বর্তমান সময়ে গ্রাম বাংলা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে একাধিক খেলা।আর সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে মোবাইল ফোন।এখনকার প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়েছে।তবে এখনো কমে গেলেও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সুন্দরবনে নৌকা বাইচ ও ডোঙা ছুট প্রতিযোগিতা চলে আসছে। আর সুন্দরবনের ছেলেদের ডোঙা ছুটের পাশাপাশি মেয়েদের ডিঙিবাইচ প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। কুলতলি বিধানসভার মৈপীঠ উপকূল থানার গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী পঞ্চায়েতের চৌরঙ্গী বটতলার মাতলা নদীর শাখা নদীতে মেয়েদের ডিঙিবাইচ ও ছেলেদের ডোঙা ছুট প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। পূর্ব গুড়গুড়িয়ার চৌরঙ্গী বটতলা কালী পুজো কমিটির উদ্যোগে শনিবার ও রবিবার দুদিন ধরে ডিঙি বাইচ ও

ডিঙা বাইচ প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। শনিবার বিকালে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী পঞ্চায়েতের প্রধান বাবলু প্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য সোনালী মান্না, এপিডিআর মানবাধিকার সংগঠনের জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল,আয়োজক পুজো কমিটির সভাপতি খোকন মাইতি, সম্পাদক মিন্টু মাইতি সহ আরো অনেকে। আয়োজক কমিটির সভাপতি খোকন মাইতি বলেন, দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে আমরা প্রতি বছর কালীপূজা উপলক্ষে এই ডিঙি বাইচ ও ডোঙা ছুট প্রতিযোগিতা করে থাকি। এবারই প্রথম ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের নিয়ে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় মেয়েদের ৮ টি দল ও ছেলেদের ১৬ টি দল অংশ নেন। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন কুলতলি ও মৈপীঠ এলাকার মৎস্যজীবিরা। আর এই খেলা দেখতে আশেপাশের এলাকা থেকে বহু মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। রবিবার দুপুরে ফাইনাল খেলা দেখতে উপস্থিত ছিলেন মৈপীঠ উপকূল থানার ওসি সমরেশ ঘোষ, গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী পঞ্চায়েত প্রধান বাবলু প্রধান সহ আরো অনেকে। এদিন ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হন মহিলা বিভাগে টুম্পা দলুই এবং পুরুষ বিভাগে ইসমাইল মোল্লা।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি: ভারতের দর্শকদের দ্রুত ভিসা দেওয়ার আশ্বাস পিসিবি চেয়ারম্যানের

আপনজন ডেস্ক: আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দিনক্ষণ ঘনিয়ে আসার সঙ্গে বাড়ছে নানামুখী আলোচনা। বিশেষ করে পাকিস্তানে আয়োজিত হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টে ভারতের ক্রিকেট দল খেলতে যাবে কি না, সেটা নিয়েই এখন যত আলোচনা। এর মধ্যে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ভারতকে পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথাও বলা হচ্ছে।
সম্প্রতি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি বলেছেন, চ্যাম্পিয়নস ট্রফি দেখতে ভারতের যেসব দর্শক পাকিস্তানে যেতে ইচ্ছুক, তাঁদের দ্রুত ভিসা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত শিখ তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এই আশ্বাস দেন নাকভি। পিসিবি সভাপতি এ সময় চ্যাম্পিয়নস ট্রফির খেলা দেখতে পাকিস্তানে ভ্রমণের জন্য ভারতীয়দের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া আশা করার কথাও জানান।
নাকভি বলেছেন, ‘আমরা ভারতীয় দর্শকদের টিকিটের জন্য বিশেষ কোটা রাখব। পাশাপাশি দ্রুত ভিসা প্রদান নীতি কার্যকরের চেষ্টাও করব।’ এ সময় নাকভি ভারতীয় সমর্থকদের পাকিস্তানে ভ্রমণ এবং লাহোরে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখার বিশেষ আমন্ত্রণও জানান।
চ্যাম্পিয়নস ট্রফির তোড়জোড় শুরু হওয়ার পর থেকেই অবশ্য ভারতের পাকিস্তান যাওয়া নিয়ে নানামুখী আলোচনা শোনা যাচ্ছে। ভারতের ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে হবে, নাকি পুরো টুর্নামেন্টই সরিয়ে নেওয়া হবে, তা নিয়েও চলছে আলোচনা।
পাকিস্তান অবশ্য ভারতকে নিয়েই টুর্নামেন্ট আয়োজন করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। সে লক্ষ্যে নানা ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার কথাও বলছে তারা।
এর আগে শোনা গিয়েছিল, পাকিস্তানে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা থাকলে প্রতিটি ম্যাচ শেষে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে ম্যাচের দিনই দেশে ফেরার প্রস্তাব দিয়েছে পিসিবি। যদিও বিসিসিআই সে প্রস্তাব মানবে বলে জানা গিয়েছিল। এদিকে পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটাররাও ভারতীয় দলকে পাকিস্তানে খেলতে যাওয়ার আহ্বান জানাতে শুরু করেছেন। কদিন আগে ভারতকে পাকিস্তানে খেলতে যেতে বলেছেন কিংবদন্তি পাকিস্তানি ফাস্ট বোলার ওয়াসিম আকরাম।
‘সুলতান অব সুইং’ নামে পরিচিত আকরাম বলেছিলেন, ‘আমি যা কিছু পড়েছি, আমার মনে হয় ভারত সরকার ও বিসিসিআইয়ের মধ্যে ইতিবাচক আবহ তৈরি হয়েছে। আমি কোথায় যেন পড়েছি, ভারত তাদের ম্যাচগুলো লাহোরে খেলবে। সম্ভবত তারা লাহোরে খেলে সেই রাতেই দেশে ফিরে যাবে। ভারত যতক্ষণ এতে স্বস্তি বোধ করে, ততক্ষণ আমি আশাবাদী।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমি মনে করি ভারত (পাকিস্তানে) এলে ক্রিকেটের জন্য বিশাল ব্যাপার হবে এবং অবশ্যই পাকিস্তানের জন্য দারুণ হবে।’
আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে পাকিস্তানে আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি মাঠে গড়ানোর কথা। যদিও এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সূচি প্রকাশিত হয়নি। মূলত ভারতের পাকিস্তান ভ্রমণের সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভর করছে সব কিছু। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) জানিয়েছে, পাকিস্তান সফরের ক্ষেত্রে বিসিসিআই সরকারের যেকোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। ২০০৮ মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসী হামলার পর আর কখনো পাকিস্তান সফর করেনি ভারত দল। ২০০৭ সালের পর দুই দল আর কোনো টেস্ট ম্যাচেও মুখোমুখি হয়নি।

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ইরানে ম্যাচ খেলতে যায়নি মোহনবাগান! কী ব্যবস্থা নিচ্ছে এএফসি?

আপনজন ডেস্ক: তখন পুরো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি। সেইজন্যই ইরানে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর ম্যাচ খেলতে যেতে পারেনি মোহনবাগান। সেই কারণে, চলতি মরশুমে এই টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচগুলি আর খেলতে পারবে না তারা। তবে কোনও আর্থিক জরিমানা হবে না। ক্লাবের তরফ থেকে যে আবেদন এএফসি-র কাছে করা হয়েছিল, তার উত্তরে এএফসি থেকে এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু তখন পরিস্থিতি হাতের বাইরে ছিল, তাই কোনও আর্থিক জরিমানার নিয়ম মোহনবাগানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অন্য কোনও শাস্তিও দেওয়া হবে না। তবে এই মরশুমে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-র বাকি ম্যাচগুলিতে খেলার অনুমতি পেল না সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। উল্লেখ্য, অক্টোবর মাসের ম্যাচ ছিল মোহনবাগানের। কিন্তু তার মাঝেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ইরানের পরিস্থিতি। এমনকি, ম্যাচের আগের দিন ইজরায়েলকে লক্ষ্য করে ব্যালেস্টিক মিসাইল ছুঁড়তে শুরু করে ইরান। কার্যত, যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি যায় সেই দেশে। স্বাভাবিকভাবেই, সেই পরিস্থিতিতে ইরানে যাওয়া কোনওভাবেই নিরাপদ ছিল না দলের জন্য। এই নিয়ে এএফসি-র কাছে আবেদনও জানায় মোহনবাগান। কিন্তু তারা জানিয়ে দেয়, ৫.২ নিয়মবিধি অনুযায়ী, ধরে নেওয়া হয়েছে যে মোহনবাগান এসিএল-২ থেকে নাম প্রত্যাহার করেছে। আর আগের ম্যাচে মোহনবাগান যে এক পয়েন্ট পেয়েছিল, সেটাও কেড়ে নেওয়া হয়। এদিকে সবুজ-মেরুনের যুক্তি ছিল, ইরানে যুদ্ধের আবহে যাওয়া কোনওভাবেই সম্ভব ছিল না। পরে সেই আশঙ্কা সত্যিও হয়েছে। তাদের তরফ থেকে বারবার ফুটবলারদের নিরাপত্তার দিকে জোর দেওয়া হয়েছিল। মোহনবাগান ফুটবলাররা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তারা ইরানে যেতে চাইছেন না। আবার এরই মধ্যে জল্পনা ছড়িয়ে পড়ে যে, আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হতে পারে সবুজ মেরুনকে। কিন্তু সেই আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দিয়ে এএফসি জানিয়ে দিল যে, কোনও জরিমানা বা অন্য কোনও শাস্তি হচ্ছে না দলের। কারণ, পরিস্থিতি হাতের বাইরে থাকায় ৫.৭ ধারা অনুযায়ী আর্থিক কোনও জরিমানা হবে না। তবে ৫.৬ এবং ৫.৭ ধারা অনুযায়ী, এই মরশুমে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২ থেকে মোহনবাগানের নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত বহাল থাকছে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**